আলেখ্য।

(কতকগুলি চিত্র)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১৩১৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

কুন্তলীন প্রেস;
কলিকাতা, ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার।

অম্বুজোপম

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী

করকমলেষু—

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার কতকগুলি পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত করে' আলেখ্য নামে ছাপান গেল। আমার এগুলি পুস্তকাকারে ছাপাবার আদৌ মতলব ছিল না। জনকতক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ছাপালাম।

যখন এ কবিতাগুলি বহির আকারে ছাপালামই, তখন এগুলির ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বিবেচনা করি।

প্রথমতঃ ছন্দ। এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic); 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথী রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব্ব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে; ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জ্জন করে' 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্ত্তে চেষ্টা করেছি।

১ম উদাহরণ। । প্রাতরাশে । ব্যস্ত ছিলাম । আমি,
। প্রাহ্নে, একা । বাড়ীর মধ্যে । নীচে;

এ কবিতায় প্রতি পংক্তিতে মাত্রা দশ (অক্ষর যতই হোক); ও তাল বা ঝোঁক (কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়বে তা মাথায় দাঁড়ি টেনে দেখানো হয়েছে) প্রতি পংক্তিতে তিন।

| | | |

২য় উদাহরণ। কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে

| | | |

গানে গানে ছেয়ে পড়লো দেশটা।

এখানে মাত্রা প্রতি দুই পংক্তিতে পর্য্যায়ক্রমে বারো ও দশ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার। প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষ মাত্রা (দশম মাত্রা) যুক্তাক্ষরধ্বনিক।

| | | |

৩য় উদাহরণ। কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ

| | | |

মিষ্ট শব্দের কথার হার।

এখানে মাত্রা পর্য্যায়ক্রমিক আট ও সাত। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

| | | |

৪র্থ উদাহরণ। সহেনাক কিছুই বেশী সহেনাক রাজাধিরাজ

| | | |

অতি দম্ভী অত্যাচারীর পেতে হবে সাজা।

এখানে মাত্রা আনুক্রমিক ষোল ও চৌদ্দ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

তাল বিভাগ করে' আরো বাড়ানো যায়; তবে তাতে ছন্দ রচনা করা একটু অধিক দুরূহ হয়। অনেক সময় তাল ঠিক কোন্ জায়গায় পড়বে তা অর্থের উপর নির্ভর করে।

আর উদাহরণ নেওয়ার প্রয়োজন নাই বোধ হয়। একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এ ছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে। আর এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা সঙ্গীত ও শক্তি লক্ষিত হবে।

এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো-ম-ল-ত-র-ল-জ-ল" পড়ে না, "কোমল্ তরল্ জল্" পড়ে। এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয় সেই রকম উচ্চারণ) কর্ত্তে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ কর্লে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।

তার পরে ভাষা। যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্ত্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্য্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়া-পদের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি, কর্চ্ছিলাম, ইত্যাদি। অন্যপদ নির্ব্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জ্জন করিনি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তা'তে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে, যেখানে বাঙ্গলা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গালা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গলা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গলা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাতেই বাঙ্গলা কবিতা হবে। ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ করে' লিখলে সে ইংরাজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। "গুতোর চোটে বাবা বলায়" কি "ভাতে মেরোনা" এই রকম জোরের বচন ইংরাজিতে বা সংস্কৃততে কেহ অনুবাদ করুন দেখি।

তার পরে ভাব। এই খানেই গোল। এখানে আমার বক্তব্যটি জোর করে' বল্তে গেলে অনেক তর্কপ্রিয় ও ব্যঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি তর্ক ও ব্যঙ্গ কর্ব্বেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্ত্তে আমার আপত্তি নাই।

তবে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকার এই লেখকদের সঙ্গে আমার তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্ব্বার প্রবৃত্তি নাই। সেই জন্য এই কবিতাগুলির ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের নীরব থাকাই ভালো। তবে এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে', তার মানে দশজনে দশ রকম বের করে' তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বল্‌বো যে সেটা আমার ভাষার দোষ; 'বৃহৎ ভাব' দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।

গয়া।
২১শে বৈশাখ, ১৩১৪।

গ্রন্থকারস্য।

আলেখ্য।

প্রথম চিত্র।

(ঘুমন্ত শিশু)

১

হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুল তলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা করে' খানিক,
ঘুমিয়ে গেছে যাদু আমার, ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।

২

ধূলার প্রাসাদ তৈর করে' বাছার গরব ভারি;
নিজের বাহাদুরি টুকু কর্ত্তে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্তে আরো মিষ্ট করে' ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে, মুখের হাসি মুখে,

চক্ষু দুটি মুদে এল ;—শীতল শান্ত দুপর',
সোণার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

৩

মন্দীভূত করে' আরো শীতের সূর্য্যতাপে
বহে বাতাস ;—চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে ;
মর্ম্মরিয়া রৌদ্রতলে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে ;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে ;
নীচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জ মাঝে ;
ঘিরে তারে চারিধারে, হরিৎক্ষেত্র হেন
রবির করে ছবির মতন,—নড়েনাক যেন ;
বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে ;
বাজায় বেণু রাখাল বালক আম্র গাছের তলে ;
সিঁচোয় বারি কৃষকনারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে ;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে ;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ বসে' থাকে ;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁকে ;
—চারিদিকেএমন শান্ত, নীরব, মধুর ছবি ;
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি ;
তার মাঝেতে, সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার বকুল গাছের তলে।

৪

ওগো তোরা কতই জিনিষ দেখেছিস্, না জানি;
দেখেছিস্ কেউ কোনখানে এমন ছবি খানি?
একা একা—না হ'তে তার সাঙ্গ ধূলাখেলা,—
এমন স্থানে, এমন নিদ্রা, এমন দুপরবেলা;—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা;
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্ত জবা;
দুইটি গণ্ড' পরে দুইটি রক্তপদ্ম ফোটে;
অরুণ লেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে;
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে, বৃক্ষে রেখে মাথা;
বিরল দুইটি ভুরুর নীচে আঁখির দুইটি পাতা;
বকুল গাছটি চৌকি দিচ্ছে মাথায় ধরে' ছাতি;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি';
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী, উপরে নীল গগন;—
মাঝখান তার যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

৫

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে,
তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে;
দেখ্‌তে মধুর—শৈবালেতে ঘেরা শতদলে,
যখন একটি ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে;
—নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনলোভা,
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।

তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন ;
গরবিণী পৃথ্বী তারে বক্ষে ধরে' যেন ;
দেখতে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,—
বসুন্ধরা নিয়ে তারে ঘুমটি কেমন পাড়ায়।

৬

এ কি খেয়াল বাছারে তোর ? গাছের তলে, ভুঁয়ে,
কেবল ছুটো ঘাস বিছানো ধূলার উপর শুয়ে ?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছারে তুই হেথায় শুয়ে কেন ?
আয়রে আমার ননীর পুতুল, আয়রে আমার পাখী,
—ধূলায় কেন ? আয়রে তোরে বুকে করে' রাখি।

৭

না না ;—ঘুমা এমনি করে'—আহা মরি, একি
মধুর ছবি !—ঘুমা, আমি নয়ন ভরে' দেখি !
এমন বকুল তলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক্‌রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন করে' সোণার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হয়ে' দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোণার যাদু, ঘুমা আমার মাণিক।

কার্ত্তিক, ১৩০৮।

দ্বিতীয় চিত্র।

(পুত্রকন্যার বিবাদ)

১

প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলাম আমি,
প্রাহ্লে, একা বাটীর মধ্যে নীচে ;—
সম্মুখে এক সম্মার্জ্জনী ছটা ;
ছেঁড়া চটীর একটী পাটি পিছে ;
ডাইনে বামে কিয়ৎ পরিমাণে—
ঘড়া এবং ঘটী এবং বাটী ;
মাথার উপর সিকেয় তোলা গদি ;
ঘরের কোণে জড়ানো এক পাটি ;
রাস্তার উপর কুকুর দলের বিবাদ ;
আশেপাশে বিড়াল বেড়ায় ঘুরে ;
দাঁড়ে বোসে চেঁচাচ্ছে এক টিয়া ;
রসুই-বামুন চেঁচাচ্ছে অদূরে ;
উপরতলায় দাসের এবং দাসীর
মহাতর্ক,—কলধ্বনি তুলি' ;
গৃহিণীটি ব্যস্ত গৃহ কাজে ;
কর্চ্ছে ঝগড়া পুত্রকন্যাগুলি।

২

পুত্র কন্যার কলহ কি কারণ
খুঁজতে গিয়ে, দেখ্‌লাম নহে কিছু—
কন্যা একটী রঙ্গিণ পীঁড়েয় বোসে,
পুত্র তারে ঠেলা দিচ্ছেন পিছু ;
পুত্র যাচ্ছেন আসন কর্ত্তে দখল,
কন্যা কিন্তু নাছোড়বন্দ তাহে ;—
একজন রাজ্যআক্রমণকারী,
আর একজন তা রক্ষা কর্ত্তে চাহে।
পুত্র কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশেষ
বলিষ্ঠ সে স্বতঃই কন্যার চেয়ে ;
যতই পুত্র পিঠে দিচ্ছেন ঠেলা,
ততই উচ্চ চেঁচাচ্ছেন তাই মেয়ে ;
অন্তরে বিরক্ত হচ্চি ক্রমেই,
কথা কিছু কচ্ছি নাক কা’কে ;
বিচার কচ্ছি কেবল মনে মনে—
ছেলে পিলে অমন ক’রেই থাকে।

৩

ব্রাহ্মণ দিতে খাবার কচ্ছে দেরি,
সে দিক পানে আশায় চেয়ে আছি ;—
ঘরের বাইরে বিষম রকম গরম,
ঘরের মধ্যে বিষম রকম মাছি।

পরে যখন খাবার এল শেষে,
(নহে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়)
যৎসামান্য তণ্ডুল এবং ডাউল,
বিষম রকম গরম দেখি সে ও ;
—এখন ধরুন, আমি কোন কালেই
নহি যোগী ঋষি কিম্বা মুনি,
ধাতু কিম্বা প্রস্তর কিম্বা মাটি,
কিম্বা কোন বিশেষ রকম গুণী ;
আমি একটা সাদাসিদে মানুষ ;—
তপ্ত অন্নের সংস্পর্শেতে এসে,
সমান তপ্ত হোল আমার মেজাজ,
বিশ্বের উপর চোটে উঠ্‌লাম শেষে।
ঠিক এ সময়, পুত্ররত্নদ্বারা
সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ধাক্কা খেয়ে,
চীৎপাৎ হোয়ে মাটির উপর পড়ে',
চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লো মেয়ে।
তখন আমি ধৈর্য্যচ্যুত ; তখন
পুত্রে দিলাম ভীষণ তাড়া হেন ;
থেমে গেল কন্যার রোদন ভয়ে,
পুত্রও ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো যেন।

৪

—এখন সবাই আমায় বলেন, আমি
কন্যার চেয়ে পুত্রের দিকেই টানি ;

সেটা যা হোক, এটা কিন্তু দেখি
কন্যার চেয়ে পুত্রই অভিমানী।—
তাড়া খেয়ে, পীঁড়ের মায়া ছেড়ে,
মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি ফেলে,
উঠে' গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে,
দাঁড়ালো এক ঘরের কোণে ছেলে।
তখন মেয়ে—বল্‌বো আমি খুলে ?
বিশ্বাস হয়ত কর্ব্বে নাক তুমি—
যখন দেখলো যুদ্ধে সেই জয়ী,
পরিত্যক্ত শূন্য-যুদ্ধ-ভূমি ;
নিষ্ঠুর তাহার অত্যাচারী 'দাদা'
নিতান্তই পরাস্ত সে স্থানে,
দুঃখে অবনত চক্ষু দুটি
ছল ছল, ক্ষোভে, অভিমানে ;
তখন মেয়ে—বল্‌তে গিয়া আজি,
বাষ্পে হঠাৎ ছেয়ে আসে আঁখি,
এমন মধুর বিমল দৃশ্য আমি
পৃথিবীতে অল্পই দেখে থাকি—
তখন কন্যা আসন থেকে উঠে,
গেল চলে' দাদার কাছে ছুটে,
ছল ছল চক্ষে সকাতরে
ধোরে দুটী দাদার করপুটে—

কহে "দাদা বোসো"—এই ভাবে
যেন সেই-ই কতই অপরাধী—
"বোসো দাদা, আসন দেছি ছেড়ে,
বোসো দাদা হাতে ধোরে সাধি।"

৫

মরি! মরি! একি মধুর ছবি!
ওরে শিশু! ওরে ক্ষুদ্র নারী!
এই মায়ায়, এই স্বার্থ ত্যাগে
পেলি কোথা বুঝ্‌তে নাহি পারি!
কোথা গেল বৈজ্ঞানিকী বাণী?
—তোরে শিশু শেখায় নি ত কেহ—
পৃথিবীটা স্বার্থভরা যদি,
তুইরে কোথা পেলি এত স্নেহ?
অঙ্কুরিত এই পুষ্পবীজই,
বিশ্বে এই আবর্জ্জনার স্তূপে,
পরে বুঝি হয় রে প্রস্ফুটিত
'সরলা' কি 'সূর্য্যমুখী' রূপে।

৬

পুরুষরা ত স্বার্থমগ্ন; যদি
রৈত স্বার্থ নারীর প্রেমমূলে,
আমাদের এই পাপের বসুন্ধরা
পাপে ভরে' উঠ্‌তো কূলে কূলে।

মরি! মরি! এ কি দৃশ্য! এ কি
ধরিলি রে আমার চোখের কাছে!
এ পদার্থ কোথা হতে এল!
এও নাকি পৃথিবীতে আছে!
মিথ্যাদ্বন্দ্বহিংসালিপ্সাভরা
স্বার্থময় এ শুষ্ক ধরাতলে,
এও আছে?—দেখে' যে এ ছবি
চক্ষু ভরে' আসে বাষ্প-জলে!

৮

মনে হোলো—'শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
তত খারাপ না হতেও পারে'।

মাঘ, ১৩০৯

তৃতীয় চিত্র।

(নূতন মাতা)

১

"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যারে"
নূতন মেয়ে কোলে মাতা, মধুর বোলে,
কত না আহ্লাদে, ডাক্‌ছে পূর্ণ চাঁদে—
"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যারে।"

২

সুনীল সন্ধ্যাকাশে শরচ্চন্দ্র ভাসে,
পূর্ব্বাঙ্গণে। ধীরে, সুমন্দ সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর ভেসে আস্‌ছে, অদূর
ফুলের বাগান হ'তে, অন্তঃপুরে। পথে
বালকবৃন্দ চলে, উচ্চ কোলাহলে,
উজ্জ্বল হাস্যমুখে, চিন্তাশূন্য সুখে।
গাছের উপর থেকে উঠ্‌ছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক। দূরে প্রবল মিঠে সুরে,
বোসে কোন্ এক চাষী, বাজায় মেঠো বাঁশী।
—বাঁশীর ধ্বনি ধেয়ে, সুনীল আকাশ ছেয়ে,
পড়্‌ছে গিয়ে শেষে, ধরার উপর এসে,
ছড়িয়ে ইতস্ততঃ তারাবাজির মত।

৩

এমন সময় বোসে, বাড়ীর মধ্যে, ও সে
নূতন মাতা,—কোলে একটি পুষ্প দোলে—
ডাক্‌ছে মধুর ডাকে, পূর্ণ চন্দ্রমাকে—
"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যারে।"

৪

চাঁদের কিরণ এসে, মেয়ের মায়ের কেশে,
কোমল মুখে, দেহে, পড়েছে সে, ছেয়ে।
চাঁদের কিরণ, এসে চলে' পড়েছে সে
মেয়ের কচি মুখে, মেয়ের কচি বুকে।

৫

ডাকছে মাতা চাঁদে, বড় মনের সাধে,
বড় আদর ভরে, বড় মধুর স্বরে—
"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যারে।"

৬

চাঁদটি বোসে হাসে শান্ত নীলাকাশে ;
জানি না কোন্ প্রাণে রয়েছে সেখানে,
এ ডাক শুনেও বসি' কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা "চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যারে।"
এক বার তাকায় সাধে আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে কোলের চাঁদের মুখে।

হাসে মেয়ে! ডাকে শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—"আ'রে চিক্ দিয়ে যারে"
—হাসে মেয়ে। হাসে চন্দ্র নীলাকাশে।
হাসে মা।—এ ধরায়, তিনের হাসি গড়ায়।

৭

লুকিয়ে লুকিয়ে আমি মেয়ের মায়ের স্বামী—
লুকিয়ে আমি কবি তুলে নিলাম ছবি।

কার্ত্তিক, ১৩১০।

চতুর্থ চিত্র।

(বুড়োবুড়ি)

১

যাপন করি' দীর্ঘ দিবা, দুঃখে সুখে একত্রে সে,—
এখন সন্ধ্যা বেলা,
—এখনো সে পরস্পরে বিভোর আছে হৃদয় দুটি,
খেল্‌ছে প্রেমের খেলা।
কত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া প্রবাহিয়া, যুগ্মতরী,
প্রকৃত প্রস্তাবে,
আজি পৌঁছিয়াছে শেষে দ্বীপের উপকূলে এসে
অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

২

অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে,
এ প্রেম—সঙ্গোপনে,
নিভৃতে, এক গ্রামের কোণে, শুভক্ষণে, অলক্ষিত,
দূরে, উপবনে।
জেগেছিল সুদিনে সে ;—সূর্য্যের মধুর কিরণ গায়ে
লেগেছিল এসে ;

বহেছিল মধুর বাতাস ; গেয়ে ছিল পাখী ; আকাশ
চেয়েছিল হেসে।
সে তরুটি ক্রমে ক্রমে বড় হোল ; কুসুমরাশি
ফুটলো কত গাছে ;
কত শীতে, কত রৌদ্রে, কত ঝঞ্ঝায়, এ তরুটি
আজো টিঁকে আছে।

৩

বড়ই মধুর প্রথম প্রেমের প্রথম আবেগ, প্রথম বিকাশ,
প্রথম মিলন আশা ;
বড়ই মধুর পরস্পরে চুরি করা প্রথম দৃষ্টি,
প্রথম প্রেমের ভাষা।
বুড়োবুড়ির প্রেমে নাইক সে উচ্ছ্বাসটি, সে তরঙ্গ,
কল্লোল, আজি যদি ;
এ প্রেম বহে সুনীল, স্বচ্ছ সমুদ্রসঙ্গমের মত,
গভীর নিরবধি।

৪

দুইটি হৃদয়, দুইটি ইচ্ছা, একটি সূত্রে চিরজীবন,
বাঁধা আছে যবে ;
হয়নি কভু তা'দের বিবাদ, বিলাপ, বিরাগ পরস্পরে,
কে শুনেছে কবে ?
মানুষ স্বতঃই স্বার্থমগ্ন ; নিজের সুখটি সবার চেয়ে
নিত্য বোঝে বটে ;

যে তার বাধা, যে তার বিঘ্ন,—তা অবশ্যম্ভাবী হোলেও
তার উপরে চটে ।
ছেয়ে তাদের যুগল-জীবন গেছে হেন কতই বিবাদ,
বিপদ, আপদরাশি ;
এখনোত টিঁকে আছে ; হর্ষ আছে মনের ভিতর,
মুখে আছে হাসি ।

৫

তাইত বলি এ দৃশ্যটি একটি অতি মধুর বস্তু ;—
এ অপূর্ব্ব জুড়ী ;
পরস্পরে বিভোর আজো পরস্পরের হাতটি ধরে—
বুড়ো এবং বুড়ী ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ ।

পঞ্চম চিত্র।

(বিপত্নীক)

১

শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে, ফিরে এসে, যখন
আপন ঘরে যা'বো ;
কাহার কাছে বসবো এসে তখন আমি ?—কাহার
মুখের পানে চা'বো ?
ক্ষুদ্র দুঃখসুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে ?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য,—গৃহ আঁধার কোরে
চোলে গিয়েছে সে।

২

অপমানে খিন্ন প্রাণে পড়তাম যখন, এসে,
তাহার কাছে লুটে ;
শান্তিসুধারাশি দিয়ে, ধুয়ে দিত ক্ষত,
কোমল করপুটে ;
শুভদৃষ্টি ছড়িয়ে দিত তাহার রূপের প্রভায়
পরিপূর্ণ ঘরে ;
বাড়ির যত কর্কশধ্বনি ঢেকে যেত, তাহার
কোমল কণ্ঠস্বরে।

বাণবিদ্ধ পাখীর মত, বহির্জগৎ হতে
আসতাম যখন নীড়ে ;
তখন, নিত প্রাণের মধ্যে আমারে সে গভীর
স্নেহ দিয়ে ঘিরে।
ভাবতাম তখন বহির্জগৎ, আঁধার বটে আমার,
শূন্য বটে, মানি ;
তবু একটি স্নিগ্ধজ্যোতি বিমল হাস্যে পূর্ণ
আমার গৃহখানি।

৩

অতি বিজন, গাছে ঘেরা, পরিত্যক্ত মাঠে,
বেঁধেছিলাম কুঁড়ে ;
ভেবেছিলাম বাকী জীবন তাতেই কাটিয়ে দেবো ;
—তাও গেল পুড়ে।
সংসার পেতে নিয়েছিলাম, সাঙ্গ করে' আমার
সাধের বেচা কেনা ;
বসেছিলাম, মিটিয়ে দিয়ে, হিসাব নিকাশ কোরে,
সবার পাওনা দেনা ;
যাহা কিছু এ জগতে আমার বোলে দাওয়া
কর্ত্তে পারি, জানি,
তাহাই দিয়ে, যত্ন কোরে, সাজিয়ে নিয়েছিলাম
আমার কুঁড়ে খানি ;

পূর্ব্বদিকের জানালাতে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম
রঙিন একটি "চিকে";
একটা ছোট সরু রাস্তা তৈর করেছিলাম
বাড়ির উত্তর দিকে;
লাগিয়েছিলাম পশ্চিম দিকে গোটাকতক ঝাউয়ে,
বেড়ার ধারে ধারে;
দক্ষিণ দিকে গোটাকত বেলা ফুলের গাছে,
কেয়াফুলের ঝাড়ে;
এমন সময় এসে, কে গো আমার বাগানখানি
লুটে পুটে নিল!
—এমন সময় এসে, কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুণ ধরিয়ে দিল!
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে, সোণার স্বপ্ন আমার
হোয়ে গেল ছাই;
—গেছে, গেছে, সবই গেছে উড়ে পুড়ে গেছে,
—চিহ্ন মাত্র নাই।

চাইনি আমি কখন-ত কারো কাছে কিছু,
দেয়নি কিছু কেহ;
কেবল তুমি, প্রিয়তমে, দিয়েছিলে, গভীর
অযাচিত স্নেহ।

তোমায় আমায় বিবাদ হয়নি, এমন মিথ্যা কথা
কেমন কোরে কই?
কখনো বা আমার কসুর, কখনো বা তোমার,
হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ আমি মানুষ, গড়া দোষে গুণে,
—একটু বেশী কম;
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝতে পরস্পরে
হোতে পারে ভ্রম।
তবু, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, জানি,
ভরে' তোমার বুক,
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না সর্ব্বদা
যে সৌভাগ্য টুক্।

৫

অনেক সময় অনেক বিপদ, অনেক জ্বালা, ছিল-
অনেক দুঃখ রাশি;
করেছিলে, তুমি প্রিয়ে, আমার আঁধার নিশায়
শুক্লপৌর্ণমাসী।
বহেছিলে কোথা থেকে এসে, স্বচ্ছতোয়া
নির্ঝরিণী তুমি।
করেছিলে সুশ্যামলা, তোমার স্নেহে, আমার
মরুভূমি।

আমার হৃদয় সরোবরে পদ্মফুলের মতন
তুমি ফুটেছিলে।
আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন
জড়িয়ে উঠেছিলে।
পুষ্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড়
ঘেরে চারিদিক।
গেয়েছিলে আমার বাবলা গাছের উপর এসে,
হে বসন্ত পিক!

৬

বিধির কাছে আমরা, প্রিয়ে!—অনেক স্তুতি করে',
পেয়েছিলাম, চেয়ে,
এমন কিছু বেশী নহে,—একটি মাত্র ছেলে,
একটি মাত্র মেয়ে;
মেয়েটি তার মায়ের আদর, ছেলেটি তার বাপের,
বিভাগ কোরে নিয়ে,
খেলা কর্ত্ত, বিবাদ কর্ত্ত, নালিশ কর্ত্ত, তাদের
মায়ের কাছে গিয়ে।
এখন তারা তাদের মায়ে কোথাও পায়না খুঁজে
—ছুটি মাতৃহারা—
চাহে আমার মুখের পানে, অমনি বেগে আমার
চক্ষে বহে ধারা।

যখন তা'রা বিবাদ করে, নালিশ করে, এখনম
আমার কাছে এসে ;
দোষী এবং নির্দ্দোষীকে ধরি সমভাবে
জড়িয়ে বক্ষোদেশে।

৭

যেমন কেহ, বিষম যদি আঘাত লাগে শিরে,
—প্রশ্ন কর তা'কে
'কোথায় লেগেছে'? সে সেটা বল্‌তে পারে নাক—
স্তম্ভিত হয়ে থাকে।
এরাও বুঝ্‌তে পারে নাক, কোথায় ব্যথা তাদের
সরল ক্ষুদ্র মতি!
জিজ্ঞাসাও করে নাক কি হয়েছে তাদের,—
সে কি মহা ক্ষতি ;
দেখ্‌লে বিষাদ মুখে আমার, চক্ষে আমার বারি,
—জড়িয়ে আমাকে
গাঢ় সহবেদনায় সপ্রশ্ন নয়নে,
শুদ্ধ চেয়ে থাকে।

৮

দিবসের পর দিবস আসে, মাসের পরে মাস,
আসে এই ভাবে ;
বর্ষের পরে বর্ষ কত জানি না এরূপে
এসে চোলে যাবে!

চলেছিত এইরূপেই এ জীবনপথে,
শান্তিসুপ্তিহীন ;
জানিনাও কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা
হবে কোন দিন ;
যতখানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি ;
—অহো—কি মনুষ্য জন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি !

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

ষষ্ঠ চিত্র।

(মাতৃহারা)

১

সাঙ্গ হলে' দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই, গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিস্ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও রে!
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস, নেতিয়ে গেছিস,
বাছা আমার আত্নরে!
—ওরে আমার যাত্ন রে!

২

কে দিল তোর মাথায় বালিশ? কে দিল তোর চাদর গায়ে?
কে পাড়াল ঘুম?
ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো! ওরে আমার
বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দার কুসুম!
শুন্‌তো হুকুম, কর্ত্ত পেয়ার,
যে জন, এখন নাইত সে আর;
মায়া কাটিয়ে চলে' সে ত গেছে এখান থেকে;
তোকে যাত্ন আমার কাছে রেখে!

৩

যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল,
তুই বলে' সে সারা ;
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখেনা সে তোরে,
—ওরে মাতৃহারা !
কোথায় যে সে চলে' গেল
কিছুই না বলে' গেল ;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার,—
যে, ফির্ব্বে না সে আর।
যাহা কিছু বিশ্বাস করে' দিয়েছিলাম তাহার কাছে,
সে তা নিয়ে গেল ;
রচেছিলাম যে সংসারে এত দিনে, এত শ্রমে ;
—ভাসিয়ে দিয়ে গেল।
এখন আবার নূতন যত্নে, নূতন শ্রমে, নূতন করে',
নূতন সংসার রচি ;
আমি না হয় সেটা পারি, তুই যে নেহাইৎ কচি !

৪

না না, তুইই সইতে পারিস্, আমিই সইতে পারিনাক ;—
কি জিনিষ যে হারিয়েছিস বুঝিস্ নাক তুই।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই।
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙ্গে গেলে যোড়া লাগে,

আমাদের আর লাগেনাক যোড়া ;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধু গাছের ডগা,
আমাদের যা' একেবারে গোড়া ;
টানে ছুরী রেখা যদি জলের উপর, মিলায় সেটা ;
মিলায় না যা' পাষাণ কেটে লেখে ;
আসে যদি প্রবল বাত্যা, নুইয়ে যায় সে ক্ষুদ্রতরু,
উচ্চ বৃক্ষে যায় সে ভেঙে রেখে।

৫

সে যদি তোর থাক্‌তো, খানিক আবদার কর্ত্তিস্‌ শোবার আগে,
দাবী কর্ত্তিস্‌ চুমা ;
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে
"ঘুমা যাদু ঘুমা।"
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদর খানি, গায়ে দিয়ে,
বালিশ দিয়ে মাথায় ;
ঘুমটি অমনি ছেয়ে এল আঁখির দুই পাতায় !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি,
ছেঁড়া একটা মাদুরে,
ওরে আমার যাদুরে !

৬

বুঝিস্‌ না তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক—
তাইত আছিস সুখে ;

বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম,
বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ
বেশী বাজে বুকে।
তুই ত খাসা ঘুমাচ্ছিস রে বেটা!
আমার চখেই নাইক নিদ্রা, পত্ত লিখছি আমি বসে,'
তাহার উচিত মূল্য বুঝে আমার যত লেঠা

৭

তুইও বুঝবি বড় হলে,' মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা '—
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা, সর্ব্বদা, সর্ব্বথা।
নিজের মায়ে আদর করে' ডাক্‌বে যখন কেহ ;
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগৎ হতে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ ;
তখন পড়বে মনে,
তুইও একদিন "মা মা" বলে' ডাকতিস কোন জনে।
—হারে শিশু এই কথাটি বড়ই বাজে প্রাণে—
যে তোর কাছে আছে এখন এই যে মধুর 'মা' শব্দটি
শুদ্ধ অভিধানে।
কি সে দুঃখ, কি সে দৈন্য, কি সে গভীর মহাক্ষতি,
এখন তুই আর সেটা
বুঝবি কিরে বেটা।

৮

বুঝবি তখন পড়বি যখন মাতৃস্নেহের গাথা
ইতিহাসে অথবা অন্যথা ;
তখন রে তোর আপন মায়ের কথা
স্বপ্নের মত ভেসে আস্‌বে সব ;
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য ;
বুঝবি নাই কেউ মায়ের তুল্য ;
তখন যাদু মায়ের অভাব কর্ব্বি অনুভব।

৯

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে
মায়ে মূল্য আছে ?
এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী পিসী মামী,
একটু খানি আদর দিলেই একই রকম দামী।
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হোল খাদ্য কিছু ;
কাছে একজন শুলেই হোল রাতে।
যে সে হোক না, বল্লেই হোল ভূতের কিম্বা বাঘের গল্প ;
খেলার সাথী পেলেই হোল, সাথে ;
এখন কি তুই বুঝবি ওরে মূঢ় !
সে সব যত প্রাণের কথা গূঢ় ?
মায়ের মূল্য—সেটা,
বুঝবি কি রে বেটা ?

১০

—হায় যাদু সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝতেও না পারা ;
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃ হারা !
তাইরে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় ;
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা ;
—ওরে মাতৃহারা !

সপ্তম চিত্র।

বিবাহযাত্রী।

১

দেখ্‌লাম একটা যাচ্ছে 'বিয়ে' সমারোহে রাস্তা দিয়ে।—
রাস্তার দুধার চলেছে দুই 'এসেটেলিন্ ল্যাম্পের' সারি ;
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী, তাহার পরে দক্ষ বাঁশী,
তাহার পরে গোরার বাদ্য, তাহার পরে সানাই দারি ;—
বাঁশী, সানাই, কাঁশি, ঢোল, কচ্ছে মিলে হট্টগোল ;
সবই আছে, নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল !

২

একটি যুবা—সুগৌর, হ্রস্ব, চড়ে' একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে, যাচ্ছেন সগৌরবে ;—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি ; পরনে তাঁর রেশ্‌মি কুর্ত্তি,
রেশ্‌মি ধুতি, জরির টুপি ;—বয়স বছর পঁচিশ হবে ;—
সুবিস্তৃত পরিসর, যেন বিন্ধ্য মহীধর,
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে ;—তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

৩

পিছনে তাঁর, ইতস্তত, ধূমকেতুর লেজের মত,—
আস্‌ছে নানাবিধ শকট অন্নবিস্তর অন্ধকারে ;

তাতে বরযাত্রিবর্গ— (তাঁরা মাত্র উপসর্গ)
এ কার্য্যে প্রকারান্তরে সমুৎসাহ দিতে তাঁরে।
(দিয়ে দণ্ডবিধির মাপ বিয়ে যদি হ'ত পাপ,—
তাঁদেরও এ বিয়ের জন্য পেতে হ'ত মনস্তাপ।)

৪

—এখন এটা বড়ই ইতর বরের আসল, মনের ভিতর,
কিরকমটা হচ্ছিল, তা খুঁচিয়ে দেখা বারেবারে;
সে সময়, সে স্থানে, জানি, সে ব্যাপারে, একটুখানি
তাঁহার মনে মনে গর্ব্ব,—সে ত স্বতই হতেই পারে;
'ওয়েলিংটন্' 'ওয়াটার্লু' জয় করেছিলেন যে সময়,
তখন জয়ীর মনের ভাবটা হওয়াও তাঁর আশ্চর্য্য নয়!

৫

সুসজ্জিত দিব্য সাজে; নানাবিধ বাদ্য বাজে;
তা'তে 'এসেটেলিন' আলো; তা'তে চতুরশ্ব গাড়ি;
যদিও সে বাহকস্কন্ধে অবস্থিত 'ল্যাম্পের' গন্ধে
বাল্যে ভুক্ত মাতৃদুগ্ধও উঠে আসে জঠর ছাড়ি';
যদিও সে রকম সাজ পর্ত্তে আমার হ'ত লাজ,—
বিংশ শতাব্দীতে একটু বেশী পৌরাণিকী ধাঁজ;

৬*

যদিও সে গাড়িখানা কোথাও কর্জ্জ করে' আনা;
বরযাত্রী—দূরে থাকুক দেখা বরে সসম্মানে—

বরের সজ্জা, ধরণ দেখে, হাস্‌ছে মুখে রুমাল ঢেকে ;
তাকাচ্ছিলও পথিকবৃন্দ বরের চেয়ে গোয়ার পানে ;
যদিও সে বাদ্য—হোক কেবল মাত্র গোলোযোগ ;—
(বাদক এবং শ্রোতার পক্ষে দস্তুরমত কর্ম্মভোগ ;)

৭

তথাপি সে বরের পক্ষে, (অন্তত তাঁর নিজের চক্ষে)
সে রাত্রিটি ভবিষ্যতে স্মরণীয় পৃথক্ করে' ;
দেখ্‌ছিলেন সে সমারোহে একটু হর্ষে, একটু মোহে,
একটু বিচলিত বক্ষে, একটু যেন নেশার ঘোরে ;
শুন্‌ছিলেন সে বাদ্যরব মধ্যে যেন আত্মস্তব—
(ভাবী বধূর মলের শব্দ শোনাও নয় ক অসম্ভব।)

৮

দেখ্‌ছিলেন "এ কোথা থেকে, দু গণ্ডে অলক্ত মেখে,
পেশোয়াজে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে অপ্সরাবর্গ !"
ভাব্‌ছিলেন "সে—ভাবী বধূ (বাহিরে-অন্তরে মধু)
মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গ থাকে—সেই স্বর্গ,—সেই স্বর্গ !
পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথ ;— প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ
ব্যাপি,' একটা পুষ্পকীর্ণ আলোকিত ভবিষ্যৎ।"

৯

ভাব্‌ছিলেনও করে' দম্ভ— "হোল অন্ত যে আরম্ভ,
গীতিঝঙ্কারিত, দীপ্ত, প্লুত পূর্ণ মহোৎসবে ;

হোল সে আরম্ভ যদি, সে আরম্ভ নিরবধি,—
কালের মত ব্যাপ্তির মত কভু না সমাপ্ত হবে" ;
(যদি বা সমাপ্ত হয় দর্শকবৃন্দ সমুদয়,
পড়ে' গেলে যবনিকা, 'আঙ্কোর' কর্ব্বে অতিশয়) ।

১০

ভাব্‌ছিলেন না তিনি—"আছে এই যে আরম্ভটির পাছে
অনেক বিরাগ, অনেক বিবাদ, অনেক বিশ্রী গণ্ডগোলে ;
অনেক বাক্যহানাহানি ; গর্জ্জনবর্ষণ অনেকখানি ;
অনেক অভিব্যক্ত ইচ্ছা—'বাঁচি আমার মরণ হোলে' ।"
পরে অভিজ্ঞতালাভ— আরম্ভটি অমিতাভ ;
তৃতীয়াঙ্ক-কাছাকাছি কিন্তু একটু অসদ্ভাব ।

১১

ভাব্‌ছিলেন না "পরিশেষে, পঞ্চমাঙ্কে পড়্‌লে এসে,
পিছন থেকে লৌহহস্ত একটির এসে ধর্ব্বে টুঁটি ;
নিঠুর কঠিন কঠোর ভাবে, টুঁটি ধরে' নিয়ে যাবে ;
চিরকালের জন্য সে দিন, ভিন্ন হবে হৃদয়দুটি ;
এ রহস্য হবে ভেদ ; ঘুচে যাবে সকল খেদ ;
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়্‌বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ !"

১২

—ভালবাসে শ্রোতা, পাঠক, বটে, 'মিলনান্ত নাটক' ;
কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই তথা ;

পূর্ণজীবন যদি লিখি, দেখাই সেটির সমাপ্তি কি,
সব নাটকই 'বিয়োগান্ত'—কহি যদি সত্য কথা;
সব নাটকের শেষে হায়! একই দৃশ্য;—সমুদায়
সেই সে একই চিতানলে ধূধূ করে' পুড়ে যায়।

১৩

এই যে রাত্রি আঁধার স্তব্ধ; উঠ্‌ছে যে এই ঢাকের শব্দ
নিস্তব্ধতার বিজনদুর্গ লুঠে নিতে বারেবারে;
অন্ধকারকে ছিন্ন করে', ব্যঙ্গ করে', ভিন্ন করে',
জ্বল্‌ছে যে এই আলোকশ্রেণী সমুদ্ধত অহঙ্কারে;—
পরে স্তব্ধ হবে রব, আলোক নিভে যাবে সব,
—নিজের দণ্ডব্যাপী স্পর্দ্ধা তখন কর্ব্বে অনুভব।

১৪

—হে কাম্য বিবাহযাত্রী! এই যে আলোকিত রাত্রি,
এই যে যাত্রাসমারোহ, দেখ্‌ছ অন্ধ সগৌরবে;
ভাব্‌ছ কি হে—একদিন আবার (বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্যরকম সমারোহে যেতে হবে?
(তবে কিনা সেটা ঠিক নয় ক শ্বশুরবাড়ীর দিক্—
আলোক কিম্বা বাদ্যও তা'তে থাক্‌বে নাক সমধিক।)

১৫

সেদিন—বিনা গণ্ডগোলে, (হৃদ্দমুদ্দ হরিবোলে)
মন্দগতি বাহক-স্কন্ধে সোজাপথে চলে' যাবে!

(এমন সমারোহ—আহা !— তুমিই দেখ্‌বেনাক তাহা ;
কিন্তু পথের অন্যসকল পথিকমাত্রই দেখ্‌তে পাবে) ;
দেখ্‌বে তা'রা—যাচ্ছ বেশ, নাইক কষ্টদুঃখলেশ ;
কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ)।

১৬

আপন ব্যক্তি সময় দেখে, তোমার আপন বাড়ী থেকে
কর্ব্বে সেদিন বহিষ্কৃত, নিয়ে যাবে দড়ির খাটে ;
তোমার আপন দেহ, 'বাসি' হবা'মাত্রই, অবিশ্বাসী ;
পুড়িয়ে তারে, নেহাইৎ একা রেখে আস্‌বে শ্মশানঘাটে।
বেশী কিম্বা অল্প হোক্, দুদিন তারা কর্ব্বে শোক ;
পরে আবার অন্যজনে করে' নেবে আপন লোক।

১৭

—হে কাম্য শকটারূঢ় ! বল্‌ব না আজ সে নিগূঢ়
সেই সে নিত্য সত্য রূঢ়।—তোমার সুখের রাত্রি হেন !—
তোমার সুখে সমুৎসাহে কেবা বাধা দিতে চাহে ?
তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব্ব কেন ?
যাও বিয়ে কর্ত্তে যাও ; —সে সব কথা ভেব না-ও—
অদ্য তোমার সুখের রাত্রি—যত পার হেসে নাও।

অষ্টম চিত্র।

(নর্ত্তকী)

দেওয়ালে ও স্তম্ভে দোলে পুষ্পমালা—
বিচিত্রবর্ণ সুগন্ধী রে।
মৃদুজ্যোতি বাতি ঝাড়ে ঝাড়ে জ্বলে,
প্রশস্ত সে নাট্যমন্দিরে।
কার্পেটে ছাদিত মেঝেয়, গড়ায় কত
মখমলে মোড়া তাকিয়া;
গড়ায় সুভূষিত, যত অভ্যাগত
তদুপরি বাহু রাখিয়া।
কেহ করে গল্প, কেহ উচ্চহাস্য,
ভৃত্যে ডাকে কেউ "এই বেয়ারা—
"ছিলম লে আও" "হুইস্কি লে আও" "সোডা লে আও"
নানাবিধ বদ্-চেহারা।

২

এ সভায় কে গো ভূষিতা সুন্দরী
নাচো নানাবিধ ভঙ্গিতে?

মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় মত্ত করে' দাও
সুতাল সুলয় স্বরসঙ্গীতে ?
বাজে 'বাঁয়া ডাইনে'র মৃদু তাল কাওলি
সারঙ্গে ভূপালী রাগিণী ?
একাকিনী নারী, পুরুষ-সভাস্থলে,
—কে গো তুমি হতভাগিনী ?

৩

একাকিনী নারী পুরুষ-সভাস্থলে,
তথাপি নহ ত লজ্জিতা !
চরণে কিঙ্কিনী, অঙ্গে অলঙ্কার,
গোলাপী বসনে সজ্জিতা ;
মাথায় ঝাঁপটা সিঁথী, কটিতটে বেড়ি'
চন্দ্রহারের স্বর্ণপ্রভা রে !
পৃষ্ঠে বিলম্বিত বেণী (কবিমতে)
সর্পসম দংশে সবারে ;
রক্তিম গণ্ড, কিন্তু লজ্জাভরে নহে—
রক্তিম 'অলক্তক তরলে' ;
তাম্বূলে রঞ্জিত বঙ্কিম ওষ্ঠ দুটি
সরস স্বর্গসুধাগরলে !

৪

এত যে যুবতী, এত যে সুন্দরী,
এত যে করেছো সজ্জা গো ;

সবই বৃথা—নাইক নারীর প্রধান ভূষা
সে নারীসুলভা লজ্জা গো ;
লজ্জাহীনা তুমি—সরে' আসো যত
রূপে, চাহনিতে, হাসিতে ;
আমি সরে' যাই ও সভয়ে পিছাই—
পারি না ত ভালবাসিতে।
খেল্‌ছে তড়িচ্ছটা বটে তোমার যুগ
লোল নেত্রে আহা মরি রে !
উঠ্‌ছে রূপের উৎস প্রতি পদক্ষেপে
বিকচ উদ্ধত শরীরে ;
রঞ্জিত তর্জ্জনী চিবুকে ছোঁয়ায়ে,
ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্য খেলায়ে ;
বিলোলকটাক্ষ বর্ষণ কর তুমি
বামে গ্রীবা ঈষৎ হেলায়ে।
কিন্তু সবই মিথ্যা—মিথ্যা ও চাতুরী
নহে তাহাও কিছু সবিনয় ;
বিনয় ? আমি কহি উদ্ধত আস্পর্দ্ধা
প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয়।
ভাব্‌ছো তুমি, তোমার প্রেমের অভিনয়ে
আমরা মরে' যাচ্ছি সকলে ?
আমি অনুবিদ্ধ হচ্ছি কৃপায়, হেরি'
প্রেমের ঐ জঘন্য নকলে।

নারি! জানো কারে ভালবাসা বলে?
নহে সে মোটেই ও বর্ণীয়;
নহে সে হাস্য কি ভঙ্গী কি কটাক্ষ;
অন্তরের সে বস্তু—ং

তবে তুমি বটে সুন্দরী যুবতী;
সেজেছোও একরকম মন্দ নয়;
দেখ্‌ছি বসে' আমি, এবং জেনো নারী
আমি একেবারে অন্ধ নয়;
গাচ্ছো বটে খাসা ভূপালী রাগিণী,
নাচ্‌ছো বটে খাসা কাওলি;
শুন্‌ছি বটে আমি—কিন্তু আমার কাছে
তুমি মাত্র—নাচ্‌-আওলি।
গুণপনা আছে, মাথায় করে' নিব—
কিঞ্চিৎ পাবে, নাইক ভাবনা;
তবে তুমি আমায় পাবে না হৃদয়ে
তোমার হৃদয় আমি পাব না।
দেখ্‌তে ভাল যাহা, দেখ্‌তে ভালবাসি,
শুন্‌তে ভাল যাহা, শ্রাব্য সে;
কিন্তু জেনো মিষ্ট ছন্দোবদ্ধ হলেই
হয় না কোন কালেই কাব্য সে।

কাছাকাছি বটে বসে' আছি তোমার,
কিন্তু দূরে অতি—অন্তরে;
আমার কাছে গ্রীক্ কি হিব্রুভাষায় লেখা
তোমার ও হৃদয়গ্রন্থ রে।
ভালোবাসা চাহে ভালোবাসা—আর
কামী চাহে শুধু কামিনী।
কামের গোলাম হব, এখনো—হে নারি!
এত নীচে আজো নামি নি।

হা রে নারি! তোমার সজ্জা কান্তি দেখে'
ভাবছে সবাই তুমি ধন্য গো;
কিন্তু আমার চক্ষে আসে বিষাদ ছেয়ে,
অভাগিনী তোমার জন্য গো।
ও কটাক্ষতলে দেখ্‌ছি তোমার—দূরে
শূন্যে বদ্ধ করুণ দৃষ্টি এক;
তাহার অর্থ এই কি—"বিপুল বিশ্বমাঝে
আমিই কি জঘন্য সৃষ্টি এক।"
যাহোক্ কিছু তবু আপন বল্‌তে পারে—
সবাই এ বিশ্বমাঝারে;
কিন্তু তুমি, তোমার যাহা কিছু ছিল,
বিকায়ে দিয়েছো বাজারে।

নাইক তোমার স্বত্ব নিজের দুঃখে সুখে,
নিজের ক্রন্দনে কি হাসিতে ;
নাইক তোমার স্বত্ব (সুখের সেরা সুখ যে)
হৃদয় ভরে’ ভালোবাসিতে।
হৃদয় তোমার,—তারেও দিতেছ তোমার এ
জঘন্য ব্যবসা শিখায়ে;
দেহখানি তোমার,—তাহাও দিয়ে দেছ
রৌপ্যমুষ্টির জন্য বিকায়ে।

তুমি যাচ্ছো যেন রাস্তায় দিয়ে হেঁটে,
দেখ্‌ছো দুটিধারে চাহি’ রে—
সবাই আছে ঘরে আপন আপন নিয়ে,
তুমিই শুদ্ধ একা বাহিরে।
ঘোরা রজনীতে দেখ্‌ছো দুটিধারে,
জ্বল্‌ছে ঘরে ঘরে বাতি গো ;
তোমারই সম্মুখে শুধু দীর্ঘপথ,
অনন্ত তামসী রাতি গো;
কভু ভাবি মনে এই যে নৃত্যগীতি,
এ তোমার নৃত্যগীতোৎসব না ;
নিয়তিরে কর্চ্ছ ব্যঙ্গ প্রতি ‘সমে’,
—প্রতি নৃত্যছন্দে ভৎর্সনা।

৮

এত কাছে, তবু এত ছাড়াছাড়ি,
তুমি আমি, এই এ কক্ষে গো ;
তবু চিনিনাক তোমারে রমণী,
ভাস্‌ছো ছবিসম চক্ষে গো।
বাজে মৃদু বাঁয়া ডাইনেয় তাল কাওলি,
সারঙ্গে ভূপালী রাগিণী ;
সঙ্গে নৃত্যগীতে, কটাক্ষে, হাসিতে,
কে গো তুমি হতভাগিনী।

নবম চিত্র।

(হতভাগ্য)

১

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা ;—
একদিন হঠাৎ ডুবে' গেল ঝড়ে ;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ;—পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।
একটি ছেলে একটি মেয়ে,—একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে,
হাতে ধরে' ঘুরে' বেড়ায় পাড়ায় ;
সারা বছর ঘুরে'বেড়ায় ;—জানে না সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !
বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড় ;-
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া !
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে আগুন ছোটে ;—জানে না সে
কোথায় দাঁড়ায় গাছের তলায় ছাড়া।
বর্ষা আসে ঘন ঘটায়, বজ্র ঘন কড়্‌কড়ে,
নেমে' আসে বারিধারা বেগে ;—
একবার তাকায় হতভাগা ছেলেমেয়ে দুটির পানে,
একবার তাকায় ধূসর ঘনমেঘে !

নৌকাখানি মাত্র ছিল যৎসামান্য, যাহা কিছু,—
পর্‌তে খেতে দুবেলা দুমুঠো ;
কুঁড়েখানি মাত্র ছিল—মাথা গুঁজ্‌তে, বস্‌তে, শুতে,
নিয়ে ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটো।
সাধের নৌকা খানির উপর যাত্রী নিয়ে, শস্য নিয়ে,
বেয়ে' বেয়ে', ফির্‌ত দেশে দেশে ;—
যা'কিছু তার ভাড়ার কড়ি পে'ত, নিয়ে গুঁজ্‌ত মাথা
ফিরে' ঘুরে' কুঁড়েটিতে এসে।
ছেলেটিকে কোলে নিত, মেয়েটিকে কোলে নিত,
ধর্‌ত বুকে বাহু দিয়ে ঘিরে ;—
অম্‌নি তাহার চোখের সাম্‌নে মুছে' যেত বিশ্ব-জগৎ,—
চক্ষু দু'টি বুঁজে আস্‌ত ধীরে' ;
মনে হ'ত—কুঁড়েখানি ; রাজার বাড়ী কোথায় লাগে!
কাঠের পালঙ্‌—মনে হ'ত রূপোর !
ধীরে ধীরে পাড়িয়ে ঘুম, ঘুমিয়ে পড়্‌ত, জাপ্‌টে ধরে'
ছেলে মেয়েয় নিজের বুকের উপর।
—হারে ভাগ্য ! যৎসামান্য সম্বল যে সেই হতভাগার,
নৌকা—তাও সে ডুবে গেল ঝড়ে,
একখানি তার যৎসামান্য কুঁড়ে মাত্র ছিল ;—তাও সে
পুড়ে গেল আগুন লেগে খড়ে।

৩

ছেলে মেয়ের ছিল না মা ; চলে' গেছে আট্‌টি বছর,
দেশান্তরে—কাল-স্রোতের টানে ;
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে' আসেনাক,
যে দেশ কোথায়—কেহই নাহি জানে।
ভালোবাস্‌ত ছেলেমেয়েয়—যেমন সব মা ভালবাসে—
প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন স্নেহে ;
এখন তাদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেও নাক চে'য়ে !
তবে কিনা, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুকু
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা ;
হাতে সঁপে' দিয়ে গেছে সর্ব্বস্বধন পুত্রটিরে,
দিয়ে গেছে কন্যা প্রিয়তমা।
এখন তাদের বাপই আছে,—সে-ই বাবা, সে-ই মা,—সে-ই তাদের
বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে ;—
দিনের বেলায় মজুর খেটে' রোজগার করে' আনে কড়ি ;
রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে' থাকে।
ইট্‌টি ভাঙে দুপর রৌদ্রে—বৃদ্ধ হস্তে শক্তি নাইক !—
বহুৎ কষ্টে কর্‌তে হয় তা' গুঁড়ো ;
পাশে একটি বাড়ীর ছায়ায় খেলা করে শিশু দুটি,—
মাঝে মাঝে চে'য়ে দেখে বুড়ো।
পয়সা দুয়েক মুড়ি কিনে', দুপর বেলায়—নদীর ধারে

নিজেই খাওয়ায় ছেলেমেয়ে দু'য়ে ;
সন্ধ্যা হ'লে তাদের কিছু উচ্ছিষ্ট যা' খে'য়ে, থাকে
তাদের নিয়ে গাছের তলায় শুয়ে'।

৪

আহা মরি! শিশু দুটো, কেমন করে' সহিস্ তোরা
—ননীর দেহে,—আহা মরি, মরি!—
(গৃহশূন্য, মাতৃহারা!) দৈন্যের এমন দারুণ জ্বালা?—
আমরা যাহার ভারে নুয়ে' পড়ি!
চাস্‌না কিছু প্রাসাদ-ভবন, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা,
চাস্‌না কিছু পায়সান্ন খেতে!—
পাস্ সে ভালোই ; না পাস্ ভালো ; দুটি মুঠো পেলেই হ'ল
যেমন তেমন পাতের ওপর পেতে'।
ধূলা নিয়াই খেলা-ধূলা ; পরিত্যক্ত টিনের খণ্ড,
তাকেই সুখে ডঙ্কা করে' বাজাস্ ;
একটি পয়সার রঙিন পুতুল পে'লে—সে তো সুখের চরম!—
যত্নে রাখিস্, যত্নে তা'রে সাজাস্!
কুঁড়েয় থাকিস্ গ্রাহ্য নাইক, মাদুরে শুস্ গ্রাহ্য নাইক,
গ্রাহ্য নাইক থাকিস্ ছেঁড়া সাজে ;—
তোদের দুঃখ, তোদের দৈন্য, তোদের অবমাননা—সে
হতভাগ্য মোদের বুকেই বাজে!—
তবু এমন যৎসামান্য প্রয়োজন যা', খাবার কিছু,
মাথা রাখবার জায়গা একটা পাড়ায় ;

—তাও যে দিতে পারেনাক—হা বিধি, তৈর করেছিলে
তোমার বিশ্বে এমন লক্ষ্মী ছাড়ায়!

সুখে আছ, সুখে থাকো ও গো পাড়া-প্রতিবাসী,
এদের পানে দেখো একবার চে'য়ে;—
এরাও মানুষ তোমরাও মানুষ; রক্তমাংসের শরীর বটে;-
তোমাদেরো আছে ছেলেমেয়ে।
তোমাদের ঐ সুখের ভাগী হ'তে চায় না হতভাগা;
সুখের দিন তার ফুরিয়ে গেছে ভবে!
(আহা, এমন সাধের কুঁড়ে—সোণার কুঁড়ে পুড়ে গেল!
আবার কি তার তেমন কুঁড়ে হ'বে!)
সুখের দাবি করে না সে,—শিশু দুটির মাথার উপর
একটুখানি ছাউনি করে দাওয়া;
চাহে—শুদ্ধ অন্ন দুটি শিশু দুটির মুখে দিতে,
নিজের হোক্ বা নাইবা হ'ল খাওয়া।
ও গো পাড়া-প্রতিবাসী, নিজের ঘরের ভিতর কেহ
আদর করে' তাদের নাও গো ডেকে';
আদর করে' তাদের মুখে অন্ন দুটি তুলে দাওগো,
তফাৎ করে' নিজের অন্ন থেকে।
ঘরের একটু ছেড়ে দিতে যায়গার একটু কষ্ট হ'বে,
খাবার একটু কম্‌বে নিজের ভাগে;

কিন্তু, মনের সুখটি তোমার বাড়বে বই সে কম্‌বে নাক,—
স্বর্গ পা'বে মর্ব্বার অনেক আগে।
ওগো ধনী, সুখী তুমি; তাড়িয়ে দিও নিজের জন্য
আমি যখন তোমার কাছে যা'ব।
পায়ে ধরে' সাধি—শুদ্ধ খেয়ে' শু'য়ে কোমল শয্যায়
কখনো বা এদের কথা ভাবো।

দশম চিত্র।

(বিধবা)

১

গভীর দু'পর পৌর্ণমাসী নিশি ;
নিস্তব্ধ, নিঃস্পন্দ, দশ দিশি।—
স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন ;
ধরণীটি নিদ্রামগন ;
        চাঁদের কিরণ পড়েছে তার মুখে,
শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলে,
কালো দীঘির কালো জলে,
        বিজন পথে, বিজন মাঠের বুকে।
গাভীরা সব ঘুমায় পীঁড়ে ;
পাখীরা সব ঘুমায় নীড়ে ;
        মানুষরা সব ঘুমায় নিজের ঘরে ;
আকাশে মেঘ ঘুমিয়ে আছে ;
পুষ্পগুলি ঘুমায় গাছে ;
        ঘুমায় সবাই বিশ্ব-চরাচরে।

কেবল ধীরে, অতি ধীরে,
ঢেউয়ের মত, বিশ্বতীরে
মাঝে মাঝে বাতাস লাগ্‌ছে আসি' ;
কেবল দূরে, অতি দূরে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মেঠো সুরে,
উঠ্‌ছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশী।

এমন সময়, শূন্য ঘরে,
কে গো তুমি ভূমি' পরে,
বসে' মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছো চেয়ে,
কে তুমি সুন্দরী মেয়ে,
স্রস্তবসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দু'টি রাঙ্গা পায়ে,
হেলান দিয়ে কবাট-গায়ে,
মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরে দিকে ;
একটি হস্ত ন্যস্ত ক্রোড়ে,
একটি গরাদেটি ধোরে,
চেয়ে আছো কে গো অনিমিখে ?
দেখছো কি মা ?—পথে, গাছে,

এমন কি মা! দেখ্‌বার আছে,
এতক্ষণ যা দেখ্‌তে লাগে ভালো?
কুঞ্জ-বনের শ্যামল কায়া?
মাঠের হরিৎ? গাছের ছায়া?
দীঘির জলে, চাঁদের সাদা আলো?
—আকাশ সুনীল, ধরা শ্যামা,
কিছুই তুমি দেখ্‌ছ না মা;
দেখ্‌ছো, বসে' বাতায়নের ধারে,—
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি',
অতীত কালের পৃষ্ঠাগুলি,
উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।
দেখ্‌ছো মানস-চক্ষু দিয়ে,
ভূতকালে ফিরে গিয়ে,
(এখন থেকে ষোড়শ বর্ষ পাছে,
স্মৃতিবলে কচ্ছ চারণ;)
কর্চ্ছ অতীত জীবনধারণ;—
চর্ম্ম-চক্ষু চেয়ে মাত্র আছে।

* * * *

৩

কত কথা মনে আসে;
কত লুপ্ত ইতিহাসে,
—গাঢ়ভাবে ছেয়ে আছে স্মৃতি;

কত ক্ষুদ্র সুখ ব্যথা,
বাল্যকালের কত কথা,
কত হাস্য, কত গল্প, গীতি।
মনে পড়ে,—সকাল বেলা,
বাড়ার ছায়ায়, ঘুঁটি খেলা ;
ফল্‌সা পাড়্‌তে গাছের উপর ওঠা।
মনে পড়ে,—চাঁপায় ঘিরে
ভোমরাগুলো ঘোরে ফিরে ;
মনে পড়ে অশোক কুসুম ফোটা।
মনে পড়ে,—বেলা দু'পর,
ছায়ায়, শ্যামল ঘাসের উপর,
রৈতে বসে'—দেখ্‌তে চেয়ে চেয়ে—
পুরুষগুলো নাইছে ঘাটে,
গাভীগুলো চর্চ্ছে মাঠে,
পদ্মগুলো কালো দীঘি ছেয়ে।
মনে পড়ে,—সন্ধ্যাকালে,
ফেরে গাভী পালে পালে ;
অস্তগামী রবির শোভা কত ;—
কিরণ, আকাশ ছাপিয়ে এসে,
পৃথিবীতে পড়েছে সে,
সাজিয়ে তারে বিয়ের কনের মত।
রাত্রিকালে—ঘরের কোণা,—

দিদিমায়ের গল্প শোনা ;
রামের বিয়ে, কীর্ত্তি ভুলো ক্ষ্যাপার,
জটাই বুড়ী, হীরের মাটী,
মরণ-কাটী, জীয়ন-কাটী,
ভূতের যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার।
—কত সুদিন, এমনি এসে,
ভেসে চলে' গিয়েছে সে,
সকাল, দু'পর, সন্ধ্যা, রাত্রিবেলা ;
ভাবনা চিন্তা নাহি জানে ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে ;
কেবল হাস্য, গীতি, গল্প, খেলা।
পরে একদিন—মনে পড়ে,—
শুভ কোলাহল-স্বরে,
শুভবাদ্যে, শুভ শঙ্খরবে,
দীপোজ্জ্বলগৃহাঙ্গনে,
শুভলগ্নে শুভক্ষণে,
সুসজ্জিত শুভ মহোৎসবে,—
আপন জনে করে' 'পর',
গেলে তুমি পরের ঘর,—
কর্‌তে গেলে পরের জনে আপন ;
বুঝ্‌লে পতি কারে বলে,
বাস্‌লে ভালো ধরাতলে,

কর্লে দু'টি মধুর বর্ষ যাপন।

*　　*　　*　　*

৪

কি মধুর সে বর্ষ দু'টি!—
যেন একটা লাগাও ছুটি;
　　যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি;
যেন একটা মলয় হাওয়া;
যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া;
　　যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে স্থিতি।
এ জীবনে সে সুখ পরম!
সর্ব্ববিধ সুখের চরম!
　　সে সুখে নাই কলঙ্ক কি ত্রুটি;
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে';
মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে;
　　প্রেমের সেই সে প্রথম বর্ষ দু'টি।
আজি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
সে সব কথা মনে পড়ে,—
　　মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা;
প্রথম দিনে, শুভক্ষণে,
অজানিত-পূর্ব্ব জনে
　　এ সংসারে আপন বলে' জানা।
মনে পড়ে,—শ্বশুরঘরে,

কত ক্ষুদ্র ছলভরে
নিত্য পতির কাছে দিয়ে যাওয়া ;
তাহার মুখটি অতুল সৃষ্টি ;
তাহার স্বরটি সুধাবৃষ্টি ;
লুকিয়ে শোনা, লুকিয়ে তারে চাওয়া।
মনে পড়ে,—পতির, বধূর,
নিভৃতে সে মিলন মধুর ;—
সে চাহনি, সেই যুক্তপাণি ;
অন্ততঃ একদিনের জন্য
বুঝ্‌তে পারা ভাষার দৈন্য ;
অসংলগ্ন সে অস্ফুট বাণী ;
অর্থশূন্য নানা উক্তি ;
ভালাবাসা নিয়ে যুক্তি,—
"তুমি ভালবাস না, তা জানি !"
"বাসি", "বাসি", "বাসি",—তারে
বল্‌তে হ'বে বারে বারে ;
অবিশ্বাস্য অথাপি সে বাণী।
অভিমানে ফিরে চাওয়া ;
হস্ত দুয়েক দূরে যাওয়া ;
দাঁড়ানো ; ও ফিরে গিয়ে সাধা ;
চেষ্টা করে' বিবাদ-সৃষ্টি ;
চেষ্টা করে' বিরাগ-দৃষ্টি ;

প্রাণপণে চেষ্টা করে' কাঁদা।
দু'টি বর্ষ গেল কি এ?
চলে' গেল কোথা দিয়ে?
বিধির বিধি এমনি পরিপাটী!
সুখের বছর হয় সে গত
একটী ছোট দিনের মত,
দুখের বছর যুগের মত কাটে।

৫

একদিন, এখন মনে আসে,
প্রথম একদিন, চৈত্রমাসে,
পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নালোকে, একা,
বসেছিলে বাড়ীর ছাদে,
ছিলে চেয়ে' পূর্ণ চাঁদে;
ঝাউয়ের প্রান্তে যাচ্ছিল সে দেখা;—
বইতেছিল বাতাস মধুর;
গাইতেছিল দোয়েল অদূর
বকুলগাছে; এমনি সুনীল গগন;
সেও সে এমনি রাত্রি দু'পর,
একা তুমি ছাদের উপর
ছিলে বসে', স্বামীর চিন্তায় মগন।
কি যে গাঢ় চিন্তা, ভয় সে?
কি সন্দেহ, অনিশ্চয়, সে?

হৃদিতলে কি সে অন্তর্দাহ?
নাইক নিদ্রা নেত্রপুটে ;
হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠে ;—
কেন ?—পত্র পাওনি দু' সপ্তাহ।
সে শঙ্কা,—উভয়ের ভবে
হয় ত আর না দেখা হ'বে ;
—অমনি বিশ্ব লুপ্ত অন্ধকারে।
তবে তারো মধ্যে লেখা
ছিল একটি আশার রেখা :—
'হয় ত আবার দেখা হতেও পারে।'
কিন্তু আজি, শুভাশুভ
জীবনের যা', জানো ধ্রুব ;—
দেখ্‌ছো তুমি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ;
নিবিড় ভাবে, কালো ছত্রে,
বিশ্ব-খাতায় জীবন-পত্রে,—
"তার সঙ্গে আর হ'বে নাক দেখা !"
—যত আছে নিগূঢ় তথ্য,
এর চেয়ে নয় কিছু সত্য,
যেটা আজি দেখ্‌ছো বসে' তুমি ;
যতখানি হেঁটে যাচ্ছ,
যতখানি দেখ্‌তে পাচ্ছ,—
ধূ ধূ কর্চ্ছে জীবন মরুভূমি।

মহাশূন্য, দগ্ধ সে যে,
জ্বল্‌ছে অন্ধ-কারী তেজে,
অগ্নি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে বায়ু;
নাইক বারি, নাইক তরু,
কেবল বালু, কেবল মরু;
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

*   *   *   *

৬

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর!
পট-প্রান্তে বিশ্ব-ছবির
জ্যোৎস্নালেখা মুছে গেল ধীরে;
অলস হয়ে' এলে আঁখি;
গরাদেতেই মাথা রাখি'
ঘুমিয়ে পড়্‌লো আমার জননী রে।

হায় রে মানুষ! বিধির কৃত্য
চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি নিত্য;
তবু আমরা চক্ষু বুজে' থাকি!
খোসামোদের মন্দির খুলে,
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে, "দয়াল!" বলে' ডাকি!

একাদশ চিত্র।

(সিরাজদ্দৌলা।)

১

গভীরা তামসী রাত্রি ; বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ;
আকাশ জুড়ে চতুর্দ্দিকে ঘিরে আছে মেঘে ;
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে ; শূন্য প্রান্তরেতে কেবল,
হুহু করে' বহে' যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে ;
নাইক আলোক, নাইক শব্দ ;—কেবল আকাশ দীর্ণ করে'
মুহুর্মুহু পূর্ব্বভাগে খেলে বিদ্যুচ্ছটা ;
কেবল দূরে অতি দূরে—'গুরু গুরু' গুরু শব্দে
মুহুর্মুহু বজ্র হানে কৃষ্ণ ঘন ঘটা ;
জলে স্থলে শূন্যে শুধু—বৃষ্টিধারা—বৃষ্টিধারা
অন্ধকারে লুপ্ত বিশ্ব—হয়ে গেছে হারা ;
আকাশ থেকে পড়ছে তোড়ে, ভূমি থেকে লাফিয়ে ওঠে,
অবিশ্রান্ত অসীম বেগে প্রবল বারিধারা।

২

সুদূর জলায় একটি কুটীর ; চারিদিকে বন্ধ দুয়ার,
অন্ধকারে একা আছে স্তব্ধ ভাবে খাড়া ;
যেন ভয়ে হতবুদ্ধি ; সেদিকেতে নাইক প্রাণী,
নাইক কোন অন্য কুটীর, নাইক কোন পাড়া ;

কুঁড়ের ভিতর একটি যুবা শুয়ে আছে মাটির উপর ;
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাতে এপাশ ওপাশ ফিরে ;
শিয়রেতে বসে' আছে নত নেত্রে একটি নারী,
কোমল দুটি বাহু দিয়ে যুবার শরীর ঘিরে।
কে সে যুবা ? কে সে নারী ? কেন, এ ঘোর রাত্রি কালে,
জনশূন্য জলার উপর কুঁড়ের ভিতর তা'রা ?
—চারিদিকে বহে' যাচ্ছে বর্ষার প্রবল সজল বাতাস,
চারিদিকে অবিশ্রান্ত পড়ে জলধারা।

এই যে যুবা, স্বল্পশ্মশ্রু, সুগৌরাঙ্গ—এই যে যুবা
অন্য কোন ব্যক্তি নহে—এ যুবা সেই সিরাজ ;—
যাহার নামে বিকম্পিত নীতি ধর্ম্মন্যায়নিষ্ঠা,
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার এই মহারাজাধিরাজ ;
নানা,—ভুল্‌ছি ;—এই যে যুবা—কল্য ছিল রাজাধিরাজ,
কম্পিত প্রতাপে যাহার হোত বঙ্গভূমি ;
অন্য কেহ নহে ;—শুদ্ধ সামান্য মনুষ্য মাত্র,
যেমন গরিব যেমন তুচ্ছ আমি কিম্বা তুমি।
কল্য বহে' গেছে ঝঞ্ঝা এ শাল্মলীর উপর দিয়া,
উন্মূলিত সে শাল্মলী ভূমিতলে চুমি' ;
কল্য যাহা শত হর্ম্ম-বিমণ্ডিত নগর ছিল,
বিরাট ভূমিকম্পে আজি তাহা মরুভূমি ;

কল্য যাহা ছিল উচ্চে উঠায়ে উদ্ধত শিরে,
চক্রের আবর্ত্তনে নিয়ে আজি তাহা নত ;
এতক্ষণ যে সূর্য্য ছিল খরগর্ব্বে মাথার উপর,
দিবার পরে সেই সে সূর্য্য এখন অস্তগত।
পরাজিত, পরিত্যক্ত, পলায়িত, লুক্কায়িত,
অন্ত এ দীন কুঁড়ের ভিতর, বঙ্গ অধিপতি ;
পার্শ্বে বসি' অধোমুখে প্রিয়তমা প্রধান বেগম,
—তুর্দ্দিনে সঙ্গিনী একা প্রিয়তমা সতী।

৪

—হারে হতভাগ্য !—তুমি স্বপ্নেও কভু ভেবেছিলে
এমন অধম কুঁড়েয় মাথা রাখ্‌তে হবে কভু ?
তাই বা কৈ সে রাখ্‌তে দিচ্ছে ; তোমার মাথা নেবার জন্য
পাঠিয়েছেন পরোয়ানা বঙ্গের নবপ্রভু।
নৈলে যে তাঁর আহার নিদ্রার বিশেষ রকম ব্যাঘাত হচ্ছে !
তোমার মুণ্ড চাই ই, সেটা নিয়ে আস্‌তেই হবে ;
জাফর তোমার মাথামুণ্ড না পেয়ে যে ভেবে আকুল !
তোমার মাথার এত মূল্য ভেবেছিলে কবে ?

৫

হারে হতভাগ্য !—কেন ? তাইবা কেন ? কিসের জন্য ?
রাজত্ব যা করে' গেছ ভূভারতে সেরা !
একটি দিকে হিন্দুগণে দলেছ ত শ্রীচরণে,
সেলাম ঠুকে নিলে যেমন এল ইংরাজেরা।

বন্দী করেছিলে যদি দু'চারিটি ইংরাজেরে,
সন্ধি করে' প্রায়শ্চিত্ত করেছো ত সিরাজ ;
মুষ্টিমেয় শ্বেতমূর্ত্তি দেখে' ভয়ে কম্পান্বিত
উড়িষ্যা বিহার ও বঙ্গের মহারাজাধিরাজ !!!
কৃতঘ্নতা ? মীর্জাফরের কৃতঘ্নতা ? চিননি কি
নেওনি কি মীর্জাফরে পূর্ব্বাবধি জেনে ?
কর নাইক কেন তারে পদাঘাতে দূরীভূত ?
কেন বা নেওনিক রশ্মি নিজের হাতে টেনে ?
পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে, কামান নিয়ে,—হারে লজ্জা
তিনটি হাজার শঙ্গিন দেখে ভয়ে তুমি সারা !
মীর্জাফরের পায়ে মাথা রাখ্‌তে হোলনাক ঘৃণা ?
তোমার সৈন্য, সেনাপতি—তোমার উপর তা'রা !

—না না ; বুঝেছিলে তুমি—তুমি মাত্র নামে নবাব,
আসল নবাব তোমার সেনা, তুমি প্রতিনিধি ;
বুঝেছিলে—বিধির বিধান তুচ্ছ করে' নবাব তুমি,
ইংরাজ তামিল কর্লে শুদ্ধ বিধির দণ্ডবিধি।
নিম্নচূড় উর্দ্ধভিত্তি মন্দির কদিন টিকে থাকে ?
বিনা পাত্র উচ্চে বারি মুহূর্ত্তও না রহে ;
তোমার পতন—জেনো সিরাজ—তোমার পতন, স্বর্গেতলে,
ঘটিয়েছেন স্বয়ং বিধি ;—ইংরাজেরা নহে।

যদি রাজ্যের হোত ভিত্তি প্রজাদিগের দৃঢ় প্রীতি,
হ'তে হোত নাক তোমার জাফর ভয়ে ভীত ;
ইংরাজ ও ফরাসি শক্তি পদাঘাতে ঠেলে ফেলে,
তোমার শাসন আজও বঙ্গে রৈত প্রতিষ্ঠিত।
ইংরাজে করেনি সিরাজ তোমায় কভু পরাজিত,
মীর্জাফরও করেনিক তোমায় আজি দমন ;
দিবারাতি প্রজাদিগের এত বেশী খেয়েছো, যে
জীর্ণ হয় নি, সে সব আজি কণ্ঠে হোল বমন।

মাথা পেতে লহ দুঃখ,—বড় তুচ্ছ করেছিলে
রাজনৈতিক মহা নিয়ম,—সেজন্য এ পতন ;
তোমার পূর্ব্বে তোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী যা'রা,
আরো উঠে, পড়ে' গেল তা'রাও তোমার মতন।
প্রজার অর্থ প্রজার শক্তি রাজকোষে রাজসৈন্যে,
টেনে এনে কর তারে কেন্দ্রীভূত যবে ;
প্রজা যদি উর্দ্ধে তা'রে ধরে' রাখে, রহিবে সে,
প্রজা যদি টানে নিম্নে—পতন হতেই হবে।
প্রজার অর্থ টেনে' এনে' প্রজার জন্যই দিতে হ'বে,
"সহস্রগুণ দেবার জন্য বাষ্প টানে রবি" ;
প্রজার হিতেই রাজার হিত—তা' বুঝেছিলেন আর্য্য ঋষি,
বুঝেছিলেন বিশ্বের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

৮

সহেনাক, কিছুই বেশী সহেনাক রাজাধিরাজ!
অতি দম্ভী অত্যাচারীর পে'তে হ'বে সাজা;
একদিন নেমে' যেতেই হ'বে নিয়ম বলে, কালের চক্রে;
—প্রজার ইচ্ছায় রাজা যে জন, সেইই সত্য রাজা।
তুমি? তোমার শক্তি?—বটে দুইটি ভুজে ধরে যাহা!
প্রজাশক্তি রুষ্ট হ'লে তাহা নাহি সহে;
কোটি প্রজার অভিশাপ যা' উঠে ঊর্দ্ধে দিবারাতি,
—জেনো সবাই—কখনই ব্যর্থ তাহা নহে।
তাইতে তুমি, রাজাধিরাজ, গোলামেরও গোলাম আজি,
অন্ধ রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে আত্মহারা;—
সামান্য এ কুঁড়েয় শুয়ে—যখন বাইরে বইছে বাতাস,
যখন বাইরে প্রবলবেগে ঝরে জলধারা।

৯

—কিম্বা সিরাজ কিসের দুঃখ! একটি রাত্রে ভুঞ্জেছ তা',
আমরা যে সুখ ভুঞ্জি বর্ষে 'খুঁজে পেতে' নিয়ে;
এক চুমুকে করেছো পান, আমরা যা' খাই চেকে চেকে!
পড়েছো ত পড়েছো, তা'ই এখন দুঃখ কি এ?
—ভাবো সিরাজ তোমার প্রাসাদ, ভূষিত লণ্ঠনে ঝাড়ে;
আলোবোলা টানা বসে' মনিরত্নাসনে;
ভাবো আজ্ঞাবহ শত ভৃত্য—শুদ্ধ করে তোমার
ইঙ্গিতের অপেক্ষা মাত্র—ভাবো এখন মনে।

ভাবো সে এস্রাজে মৃদু ঝঙ্কারে তবলাচাঁটি,
ভাবো সে রমণী নেত্রে বিলোলা চাহনি ;
ভাবো শত নারী কণ্ঠে কল গীতি কল হাস্য ;
ভাবো শ্রীচরণে তাঁদের শিঞ্জিনীর সে ধ্বনি ;
ভাবো সেই সে আলোকিত রাত্রি ;—সুভূষিত কক্ষে,
স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ অপ্সরাদের মেলা ;
ভাবো আজি ঘূর্ণমান সে পেশোয়জে ; ভাবো আজি
বিলাসের সে চরম সীমা—নারী নিয়ে খেলা ;
মনে কর আজি সে সব—জীবন ত ভোগ করে নেছ,
কিসের দুঃখ, উঠে যা'রা তাদেরই হয় পতন ;
পতন না সম্ভবে কভু তা'দের, যা'রা চিরজীবন
মাটি কামড়ে পড়ে' আছে আমাদিগের মতন।
এখন তবে ভাব সে রাত, যে রাত তুমি সবার কেন্দ্র,
তীব্র সুখে বিদ্ধ, অর্দ্ধ সুপ্ত, আত্মহারা ;
মনে কর এখন তাহাই—বহুক বাইরে প্রবল বাতাস,
ঝরুক বাইরের অন্ধকারে প্রবল বারিধারা।

১০

—আমার চক্ষু ভরে আসে তোমায় আজি কুঁড়েয় দেখে,
—যদিও তা'ও তোমার প্রাপ্য নহে রাজাধিরাজ !
—হত্যাকারীর ফাঁসী দেখে যে দুঃখে প্রাণ কোমল করে,
রাবণেরও পতন দেখে যে দুঃখ হয় সিরাজ !

—কোথায় তোমার মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ, কোথায় পর্ণ কুটীর!
তা'তেও তোমার মাথা রাখবার জায়গার কিছু অভাব;
আগে হাতে মাথা কাটতে কত শত যেই তুমি—
নিজের মাথা নিয়ে ব্যস্ত অস্ত সেই নবাব।

দ্বাদশ চিত্র।

(মদ্যপ।)

১

আমি না হয় বড়ই খারাপ ; তোমরা ত সব আছো ভালো !
অনেক সাদা ভেড়ার মধ্যে দুটো একটা থাকে কালো !
আমায় কেন গালি পাড়ো ; করেছি কার কি অনিষ্ট ?
বলেছি কি কারো কাছে আমি একটা যিশুখ্রীষ্ট ?
দু'পয়সা যা' ঘরে আনি, নিজের শ্রমেই এনে থাকি ;
উড়িয়ে দি তা' উড়িয়ে দি, আর জমা রাখি জমা রাখি।
ফতুর হয়ে যেদিন আমি তোমার কাছে চাইতে যাবো,
না হয় দু'ঘা বসিয়ে দিও, নীরব হয়ে লাঠি খাবো।

২

আমায় তুমি ভালো বাসো ? বল যা' তা' অনুরাগে ?
আমার অধঃপতন দেখে তোমার মনে ব্যথা লাগে ?
আমি এটা কর্চ্ছি খারাপ, তা' কি বুঝিয়ে দিতে আসো ?
তবু বল ব্যথা লাগে ? তবু বল ভালো বাসো ?
আমার জন্য কেউ কি কভু নিজের স্বার্থকণা ছাড়ো ?
ভালোবাসার লক্ষণ কি এ—আমায় শুদ্ধ গালি পাড়ো ?

৩

দেখ হয়ত আমি একটু বুদ্ধিশূন্য স্বভাবতঃ,
(আশা করা অন্যান্য সবার বুদ্ধি হবে তোমার মত)
তবু আমার বোধ হয় আমি এমন বোকা নইক ভারি ;
আমার বোধ হয়, আমায় একটা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারি।
এটা খারাপ বুঝিয়ে দিলে একটুখানি বলে' ক'য়ে,
সুরা ছাড়বোনাক শুধু, থাকবো তোমার গোলাম হ'য়ে।
স্বার্থ ছাড়ো নাহি ছাড়ো, বুঝবো আমার জন্য ভাবো,
বুঝবো তুমি ভালোবাসো—এবং ভালো হ'য়ে যাবো।

৪

—এসো বন্ধু কাছে বোসো ; বন্ধুভাবে তোমার কাছে,
নিতান্তই বন্ধুভাবে, আমার কিছু বলবার আছে।
বাক্যহানাহানি চক্ষুরাঙারাঙি পরিহরি',
এসো' একটু শান্তভাবে বন্ধুভাবে তর্ক করি।

৫

এটা খারাপ !—কিসে খারাপ ?—এতে শরীর খারাপ করে?
রাত্রি জাগাও খারাপ তবে যাত্রায় কিম্বা থিয়েটরে!
যে জন রাত্রি জাগে তাকে নিন্দা কর হেন ভাবে?
আমি যদি উচ্ছন্ন যাই, উচ্ছন্ন ত সেও যাবে!
কেবলি যে শুয়ে থাকে, পোলাউ কোর্ম্মা খাচ্ছে খালি;
যকৃৎ খারাপ হতেই হবে;—তারে এমন পাড়ো গালি?

ক্রমাগত সন্দেশ কিম্বা ইলিশ মৎস্য খেলে পরে,
উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে ;
'সর্ব্ব মত্যন্তগর্হিতম্' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ যদি একটু আধটু ব্রাণ্ডি টানি ?

পয়সা বেশী খরচ হয় ?—তা হয় না আতর গোলাব মেখে ?
ল্যাণ্ডো ফেটিন হাঁকিয়ে ? কি চৌরঙ্গীতে বাড়ি রেখে ?
তাকে তুমি নিন্দা কর ?—বরং বল দরাজ বটে ;
একটা গেলাস ব্রাণ্ডি খেলেই বিশ্বশুদ্ধ কেন চটে ?
হপ্তার মধ্যে হদ্দমদ্দ একবার করে' ব্র্যাণ্ডি টানি,
নিজের পয়সায় কতক এবং পরের পয়সায় কতকখানি।
এক্সা নম্বর একের দাম ত পাঁচটি মুদ্রা ; তাতে ভাবো,
পাঁচটি মুদ্রার ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমি ফতুর হয়ে যাবো ?

৭

তবে যদি মাত্রা চড়ে ?—সেটা বটে গুরুতর ;
তবে কিনা চড়ে না সে, ইচ্ছা যদি নাহি কর ;
চড়তো যদি নেশা হোত, চড়তো যদি খেতাম নিত্য ;
ব্র্যাণ্ডি আমার প্রভু নহে ; ব্র্যাণ্ডি আমার বাঁধা ভৃত্য।
একটু আধটু রঙিন নেশা—সেটায় নাইক কোন বাধা,
ব্র্যাণ্ডি নেহাইৎ মন্দ নহে—ব্র্যাণ্ডির নেশাই খারাপ দাদা।

৮

মানি আমি সুরাপানে গোল্লায় গেছে অনেক লোকে,
অনেকে করেছে অনেক খারাপ কর্ম্ম নেশার ঝোঁকে ;—
স্ত্রীপুত্ত্রদের খেতে দিতে পারে নাক' কোন মতে ;
মদের জন্য বাড়ি ছেড়ে ফির্ত্তে হচ্ছে পথে পথে ;
—তখন কিন্তু সুরাই প্রভু, তাঁ'রা তখন সুরার ভৃত্য,
তখন ত সে হ'তে পারে গোষ্ঠীশুদ্ধ'র অপমৃত্যু ;
তখন সে নয় ব্র্যাণ্ডির নেশা, ব্র্যাণ্ডির নেশার নেশা সেটা,
যখন সে জন এমন অধম, তখন সে মরুক গে বেটা।

৯

নারীর জন্য হয়ে গেছে বিশ্বে অনেক মহা ক্ষতি,—
লঙ্কার পতন, ট্রয়ের যুদ্ধ, আণ্টোনিয়োর অধোগতি,
সুন্দ উপসুন্দের মৃত্যু, ইন্দ্রের মহা দুরবস্থা,
সত্য হীরার মতন বিরল, মিথ্যা ধূলার মতন সস্তা ;—
এ সব উদাহরণ দেখে', মানুষ কি ছাই এ সব ভেবে',
এ সংসারে তবে বাবা বিয়ে করা ছেড়ে দেবে ?

১০

ভূমির জন্য করেনি কি অনেক যুদ্ধ অনেক জাতি ?
কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, জাপান রুষের মাতামাতি,
অনেক শাঠ্য; অনেক দ্বন্দ্ব; মোকদ্দমা ভারি ভারি;
—সে জন্য কি সবাই এখন ছেড়ে দেবে জমিদারি ?

আগুন জ্বালা ছেড়ে দেবে কারণ অগ্নি করে দাহন?
নদীর জলে ডোবে ব'লে কর্ব্বে না কি অবগাহন?
মানবের ত মহাশত্রু চারিদিকে পদে পদে;
আপত্তিকর নহে কিছু, আপত্তি যা শুধু মদে?

১১

বলবে তুমি মদ্য খেলে লো'কে বড় নিন্দা করে।
সে ত মানুষ চিরকালটা করেই আসছে পরম্পরে।
নিন্দাভাজন হলেই কেহ, মন্দ কি তায় হতেই হবে?
ভারি বড় ছিলেন যাঁ'রা, নিন্দাভাজন ছিলেন সবে,
নিন্দা করে—আমার সঙ্গে মেলেনাক বলে' না কি?
আমিও ছাই কেবল তাঁ'দের প্রশংসাই কি করে' থাকি?

১২

তোমার মনে ব্যথা লাগে?—এটা কিছু যুক্তি নহে;
তা'তে কিছু প্রমাণ হয় কি? এ কি কোন শাস্ত্রে কহে?
তোমার অনেক জিনিষ আমার ভালো লাগে নাক ভেবে,
আমি কি তাই পাড়্‌বো গালি? তুমি কি তাই ছেড়ে দেবে?

১৩

বলতে পারো একটা কথা—সেটা হচ্ছে—শাস্ত্রে লেখে—
বিবেকেই মানুষ আসল তফাৎ হচ্ছে পশু থেকে;
মদ্য সেটা লুপ্ত করে—অর্থাৎ কি না—সেটার নাশে—
মদ্য মানুষটাকে নেহাইৎ পশুর ধাপে টেনে আনে;

তা' কি করা উচিত যা'তে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় ?
যা'তে শেষে মানুষ—কি না—পশুর ধাপে গিয়ে দাঁড়ায় ?

১৪

আমি বলি মনুষ্যের এ বুদ্ধিবৃত্তির তীব্রজ্বালায়
মাঝে মাঝে এমনি হয় যে ইচ্ছা হয় যে ছুটে পালাই।
রোগে শোকে অপমানে মানুষ যখন তীব্র ক্ষত,
তখন এ বিস্মৃতি আসে যেন একটা সুখের মত ;
বুদ্ধিবৃত্তির রাজ্যে সে ত পড়ে' আছিই নিত্য কাজে ;
মন্দ কি এ নেশার রাজ্যে ছুটি নেওয়া মাঝে মাঝে ?—
যখন আসে উদাসভাবটা ; অথবা হতাশা বড় ;
যখন বাদলায় একা মনের অবস্থাটা গুরুতর ;
তখন নেশার আশ্রয় নিই, অবসন্ন হই পাছে—
আর সে, বল দেখি দাদা সুরার মত নেশা আছে ?

১৫

তবে এটা কিসে খারাপ ?—কি হে ভায়া কোথায় যাবে ?
ছেড়ে দিচ্ছিনাক দাদা ;—তর্ক কর বন্ধুভাবে।
কিসে খারাপ, মদ্য খাওয়া ?—কোনটি খারাপ কোনটি নহে,
নানাবিধ এ বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্রে কহে।

১৬

আমারই অনিষ্ট যদি সুরাপানে—মানিই যদি—
তোমাদের কি স্বত্ব দাদা—গালি পাড়ো নিরবধি ?

আমার নিজের ইষ্টানিষ্ট?—সে ত সবাই ভেবে থাক;—
বুদ্ধিমানে বোঝে সেটা, নির্ব্বুদ্ধি তা বোঝে না ক।
নিজের ভালো নিজের মন্দ, আপাত কি ভবিষ্যতে,
সবাই একটু অধিক মাত্রায় বুঝ্ছে সেটা বিধিমতে।
সেটা স্বার্থ; ধর্ম্ম নহে!—কৃপণ যদি টাকা জমায়,
সেটা মহাধর্ম্ম কেহই বলবে নাক কোন সময়।
কেহ যদি স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য বায়াম করে—সেও
মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি, এমন বলবে নাক কভু কেহ।
কিম্বা যে জন পড়ে কাব্য নিত্য দু'পর রাত্রি যাপি',
কেহই বলবে নাক কভু সে জন একটা মহাপাপী;
—তবে পরের ইষ্টানিষ্টে ভালোমন্দ আমি মানি,
পরকে দুঃখ দেওয়াই খারাপ, এইটি সত্য ধ্রুব জানি।

১৭

যখন বুদ্ধ বেরিয়েছিলেন গৃহ ছেড়ে পথে পথে,
অতি বুদ্ধির কার্য্য সেটা হইছিল না কোন মতে;
খ্রীষ্ট যখন পরের জন্য ক্রুশের উপর মরেছিলেন,
কেহই বলবে না যে তিনি বুদ্ধির কার্য্য করেছিলেন;
যখন মাকে স্ত্রীকে ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মহাপ্রভু,
নিজের স্বার্থ ভেবেছিলেন কেহই বলবে নাক কভু;
যাঁহারা এ পৃথিবীতে হয়ে গেছেন চির ধন্য,
নিজের জন্য ভাবেননিক, ভেবেছিলেন পরের জন্য।

১৮

তবে যে জন নিজের জন্য নিজের ক্ষতিই করে' থাকে,
তাকে মূর্খ বল, কিন্তু পাপী বোলো নাক তাকে ;
কিন্তু আমি মূর্খ সেটাও স্বীকার কর্ত্তে পারি নাক,
কিছু দিয়ে পাচ্ছি কিছু এটা যদি মনে রাখো।
তোমরা অর্থ দিয়ে কেনো আম্র, মাংস, ঘৃত, চিনি ;
আমি বেটা টাকা দিয়ে না হয় একটু ব্র্যাণ্ডি কিনি।
তোমরা স্বাস্থ্য বিনিময়ে কেহই অর্থ কেনো না কি ?
আমি না হয় স্বাস্থ্য দিয়ে একটু আমোদ কিনে থাকি।

১৯

বলবে তুমি আমি একটা সমাজের ত অঙ্গ বটে,
আমার কুদৃষ্টান্ত দেখে কেহ যদি পিছু হটে!
আমিই না হয় সুরাপানের উচিত মাত্রা রাখ্তে পারি,
কিন্তু সে রূপ মনের শক্তি আছে—বল্‌বে—ক'জনারই ?
যখন্ আমার দেখাদেখি দশজন ব্রাণ্ডি ধর্ত্তে পারে,
তখন পরের জন্য আমায় বর্জ্জন কর্ত্তে হবে তারে।
আমি বলি—আছে বিশ্বে সুদৃষ্টান্ত এত ভাবে,
আমারই এ কুদৃষ্টান্ত কেন বেছে নিতে যাবে ?
—নেয়ই যদি, আসুক তবে শিক্ষা নিতে আমার কাছে,
শিখিয়ে দেবো আত্মরক্ষার কত রকম উপায় আছে ;
ধাপে ধাপে উঠিয়ে নেবো হাতটি ধরে' এমনি ভাবে,
যে তার পরে মদ্য খাওয়া ভারি সোজা হয়ে যাবে।

—যদি সাঁতার না শিখে কেউ গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে,
আমায় কি দোষ দেবে কেহ, যদি বেটা ডুবে মরে।

২০

আসল কথা—ভোগের জন্য সবই জিনিষ তৈরি ভবে;
তবে তাদের নিজের মুঠোর মধ্যে করে' নিতে হবে।
সুরা যদি চালায় তোমায় তা'লে সুরা মহা অরি,
সুরায় যদি চালাও তুমি, তা'লে সুরা শুভঙ্করী।

২১

—আমি দেখছি এটার একটা উচিত জবাব যদি না পাই,
এবং আমার কবিতাটি কাগজে কি বইয়ে ছাপাই,
সবাই ভারি নিন্দা কর্ব্বে—বল্‌বে আমি মহা অরি—
শুধু সুরা খাইনে বসে', তার উপরে তর্ক করি।
তর্ক করি সাধে দাদা?—তোমরা সবাই নিত্য হেন
আমার বন্ধুগণে এবং আমায় গালি পাড়ো কেন?
নৈলে আমরা নিজের মজায় নিজেই বিভোর হয়ে থাকি,
সুরা দেবীর ভিন্ন বিশ্বে কারো না তোয়াক্কা রাখি।

২২

—এমন জিনিষ আছে দাদা! তরল সফেন রক্তবরণ!
বন্ধুর পরস্পরের প্রীতির এমন একটা উপকরণ!
পানে অতি সাদা জিনিষ তাহাও দেখায় রঙিন ধরণ!
অতি সামান্য যে গলা তা'তে যেন বাজে বীণা!
গালি দিলে, হঠাৎ বোঝা যায় না গালি দিলে কি না!

কইতে হাস্‌তে নাচ্‌তে গাইতে থাকে নাক কোন বাধা!
থাকে নাক চক্ষুলজ্জা!—এমন জিনিষ আছে দাদা?

২৩

আছে বিপদ মদ্য পানে, সেটা আমি বিশেষ মানি,
তবে কেন বিপদটাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনি?
মদের আমোদ যদি অন্য জিনিষেতে পেতে পারি,
কেন ডাকি সেটায়, যেটা হ'তে পারে অপকারী?
—জানোনা কি বিপদ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেঁষি?
যেই খানে বিপদ অধিক, সেই খানে আমোদ বেশী?
মানুষঠেলা গাড়ি করে'ও যাওয়া যায় না কোন গতিক?
তাহার চেয়ে তেজী ঘোড়া চড়ায় নয়ক আমোদ অধিক?
তা'কে দমন কর্ত্তে পারায়, তা'কে নিজের বশে আনায়,
(যদিও তা' কর্ত্তে গিয়ে কেহ গিয়ে পড়ে থানায়)
তবু তা'তে স্ফূর্ত্তি, একটা বিশেষ রকম আছে যেন;
বিপদ আছে বলেই স্ফূর্ত্তি—নৈলে লোকে চড়ে কেন?
লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন কর্ত্তে আসে?
শশক শীকার চেয়ে কেন ব্যাঘ্র শীকার ভালোবাসে?
বিপদ আছে মদ্য পানে বলে'ই তা'তে এমন মজা!
বিপদটাকে পেড়ে ফেলে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজা।
আমি দক্ষিণ হস্তে নিয়ে সুরাপাত্রে সামনে ধরি',
বলি তাকে দৃঢ়স্বরে—"দেখ সুরা ভয়ঙ্করী!

তুমি কাহার হাতে জানো? দেখ চুপটি করে' থাক,
যাহাই বল, দু'টি আউন্সের বেশী আমি খাচ্ছি নাক ;
তুমি থাক্‌বে আমার বশে অদ্য এবং পরে নিত্য,
মনে থাকে যেন সুরা তুমি আমার বাঁধা ভৃত্য ;
সর্প নিয়ে খেলার মত আমি তোমায় নিয়ে খেলি—"
এই কথাটি বলে' তা'রে ঢ—ক্‌ করে গিলে ফেলি।

২৪

—দেখ তোমরা পড়্‌বে যা'রা কবিতাটি—এই খানে—
বলে' রাখি তোমরা যেন বুঝোনা ভুল আমার মানে।
আমি বলছিনাক তোমরা সবাই এখন সুরা ধর ;
তা'হলে দাঁড়াবে এখন অবস্থাটি গুরুতর।—
প্রথমত সুরার দামটা বেজায় রকম চড়ে' যাবে ;
তাহার পরে ছেলেয় বুড়োয় ক্রমাগত ব্রাণ্ডি খাবে ;
শুধু খাবেনাক, খাবে নিত্য নিত্য দু'টিবেলা ;
সামাজিক সব কাজে হবে চারিদিকে অবহেলা ;
চলবে না কেউ সোজা হয়ে' ; আগে যেতে যাবে পিছু ;
কথা এমনি এড়িয়ে যাবে, কেহই বুঝবে নাক কিছু ;
গালি দেবে পরস্পরে এমনি বিশ্রী-রকম ভাষায়,
থাক্‌বে নাক তফাৎ কিছু ভদ্র ব্যক্তি এবং চাষায় ;
নিয়ম কি ভদ্রতা কিম্বা সাধুতা সব যাবে চুলোয় ;
মারামারি কাটাকাটি করে' মর্ব্বে মানুষগুলোয় ;

খেয়ো নাক কেহ মদ্য, খেয়ো নাক খেয়ো নাক,
—বলছি সেটা বারে বারে,—তোমরা সবাই সাক্ষী থাক।-
ভারি বিশ্রী জিনিষ সুরা—ভয়ঙ্করী সর্ব্বনাশী—
যে খাবে তার মাথার দিব্য—এখন তবে আমি আসি।

২৫

এবং তিনি গেলেন চলে'—পরে ('নয়ক বলা মিছে')
বন্ধু গড়িয়ে যেতে লাগলেন নীচে থেকে আরো নীচে;
কর্ব্বনা বর্ণনা আমি সে ক্রমশঃ অধঃপতন ;—
(সেটা যেমন চিরকালটা হয়ে থাকে, তারি মতন।)
দেখলাম একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঝাপসা হয়ে এলো ক্রমে;
—দেখলাম একটা মহৎ হৃদয় ঢেকে আসে মতিভ্রমে;
দেখলাম একটা মহা পুণ্য মলিন হয়ে আসে পাপে;
দেখলাম একটা সুস্থ শান্তি ঢেকে আসে মনস্তাপে;
ছিলেন পূজ্য, ক্রমে তিনি সামান্য মনুষ্যমাত্র,
ক্রমে বন্ধুবর্গের, ক্রমে মানুষেরও, কৃপাপাত্র।

২৬

বারো বছর পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায়,
একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে, বৌবাজারের মোড়ের মাথায়,
"একি বন্ধু ?—এ অবস্থা ?—হেন স্থানে ? হেন বেশে ?
ওহে বন্ধু! বলেছিলাম হবে ইহাই পরিশেষে ;—
সেদিন তর্ক করে' ইহাই বুঝিয়ে তোমায় দিতেছিলাম!"
—বল্লেন বন্ধু করুণ হেসে—"তর্কে কিন্তু জিতেছিলাম।"

ত্রয়োদশ চিত্র।

(রাখাল বালক।)

(১)

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে ; পূর্ব্বদিকে মেঘের গায়ে
প্রভাত সূর্য্যের কিরণ এসে লাগে ;
ডেকে উঠে কুঞ্জে পাখী ; ধীরে বহে স্নিগ্ধ বাতাস ;
পুষ্পবনে সূর্য্যমুখী জাগে ;
কমল ফোটে ; কুন্দ ফোটে ; কনক-চাঁপার চারিধারে
মধুর স্বরে গুঞ্জরিছে অলি ;—
দূরক্ষেত্রে একাকিনী বিনম্রা অপরাজিতা
সমীরণে পড়ে ঢলি' ঢলি' ;—
ভেসে আসে পুষ্পগন্ধ চারিদিকে ; ঘাসের উপর,
পাতায় পাতায়, শিশিরবিন্দু খেলে ;
নিদ্রাভেঙে ধরারাণী, তুলি' কোমল বদনখানি
ইন্দীবর-চক্ষু দুটি মেলে ;
এমন সময় শিশিরসিক্ত কোমল ঘাসের উপর দিয়া
গাভীগুলি যাচ্ছে দলে দলে ;
হৃষ্ট মনে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিয়া গ্রাম্য গীতি,
সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালক চলে।

(২)

জাগি' দীর্ঘরাত্রি, মত্ত সুরাপানে,—সুদূর পুরে—
ধনী যুবক ঘুমায় নেশার জেরে ;
নিদ্রা-শূন্য শুষ্কতালু, উষ্ণ ভারাক্রান্ত শিরে,
জ্বরের রোগী এপাশ ওপাশ ফেরে ;
রাত্রি জাগরণে ছাত্র—এখনো নিদ্রালু—তুলি'
হস্ত দুটি বিজৃম্ভনে রত ;
বৃদ্ধ বহির্ভাগে বসে জলটি ফেরায় ডাবা হুঁকোয় ;
বাড়ীর দাসী করে ইতস্ততঃ ;
—এমন সময় চলেছে ঐ রাখালবালক বনগ্রামে,
সুস্থদেহ, আপনাতেই মগন ;
পরণে তার শুভ্র ধড়া, হস্তে যষ্টি, মুখে গীতি
পূর্ণ করি' সুনীল প্রভাত গগন ।

(৩)

মাথার উপর উদার আকাশ ; চরণে তরঙ্গায়িত
শস্যক্ষেত্র করে কেবল ধূধূ ;
গাছের উপর গাহে পাখী ; বহে' যাচ্ছে মুক্ত বাতাস,
মুক্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া শুধু ;
আকাশ হ'তে নেমে এসে, প্রভাত সূর্য্য কিরণ পড়ে
নির্ব্বিরোধে মাঠের উপর ছেয়ে ;
পথের ধারে ফুটে আছে চামেলি, রজনীগন্ধা ;—
ফুলের গন্ধে ভ্রমর আসে ধেয়ে ;

নাইক পুরের আবিলতা ;—নাইক উচ্চ সৌধচূড়া
গর্ব্বভরে পথের ধারে খাড়া ;
নাইক জন-কোলাহল, কি শকটের ঘর্ঘর ধ্বনি ;
শান্ত, স্থির ও স্তব্ধ এই পাড়া ;
তালী বনের ভিতর দিয়া, পতিত জমির পরপারে,
পল্লীখানি আম্রকুঞ্জে ঘেরা ;
গুটি কতক ভাঙা বাড়ি (তারি মধ্যে একটি পাশে
মহাজনের বাড়িখানিই সেরা ;)
তাহার পরেই ক্ষুদ্র কুটীর, অশ্বত্থ বিটপী-মূলে,
ডোবার ধারে ;—রাখালটির সেই বাড়ী।
আছে গৃহে বৃদ্ধ মাতা, বিধবা এক ভগ্নী, দুইটি
ভ্রাতা—একটি সম্পর্কীয়া নারী।

(৪)

নাহি কোন বিলাস চিন্তা ; নাহি কোন উচ্চ আশা ;
ঈর্ষা হিংসা হৃদয় নাহি দহে ;
কেবল দুটি গ্রাসাচ্ছাদন—নিতান্ত অবর্জ্জনীয়—
নিতান্ত যা না হলেই নহে ;
জানেনাক ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, শাস্ত্র,
ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতির কথা,—
তর্ক কি বক্তৃতা করা, পদ্য কিম্বা গদ্য লেখা,
প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ;

আছে কেবল সরল হৃদয়, আছে কেবল তুষ্ট শান্তি,
চিন্তামুক্ত ঈর্ষাশূন্য মনে ;
জাগে কেবল পিতার যত্ন, মাতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রীতি,
বধূর মধু প্রণয় তারি সনে।

(৫)

তথাপি এ জীবন নয়ক নিতান্তই সরল জীবন,
আহার মাত্রই চিন্তা তাদের নহে ;
তথাপি এ জীবন নয়ক একান্তই সুখের জীবন,
শোকদুঃখও তাদের হৃদয় দহে ;
কেবল মাত্র মধুর, স্বাধীন, বিমল শান্ত জীবন নয় সে,
—প্রীতি, হাস্য, গীতি এবং ক্রীড়া ;
তাদের মধ্যেও চিন্তা আছে, অশান্তি সন্দেহ আছে,
আছে ব্যাধি, দুঃখ, মনঃপীড়া ;
তাদের মধ্যেও কেনা-বেচা, আছে বিবাদ, আছে,—আছে
উচ্চকণ্ঠে গ্রাম্য ভাষায় গালি ;
—এ নহে বিশুদ্ধ জীবন, গিরি-নির্ঝরিণীর মত
মিষ্ট, শান্ত, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, খালি।

(৬)

তবে নাইক হাসির নীচে কুটিল জটিল কটাক্ষ, কি
স্তুতির ছন্দে গ্লানির ভাবটি পোরা ;
তবে নাইক তাদের দত্ত দুগ্ধের মধ্যে বিষের রাশি ;
আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছোরা ;

তা'রা যখন লাঠি মারে, মারে তখন মাথার উপর,—
সরল ভাবে, একেবারে সোজা ;
তা'রা যখন গালি পাড়ে,—এমনি ভাষায় পাড়ে গালি,
যে, যায় তাহা সহজেতেই বোঝা ;
যেমন নগ্ন শরীর খানি, তেমনি তাদের মুক্ত হৃদয়,
যেমনি হৃদয়, তেমনি তাদের ভাষা ;
যেমন তাদের ভাষা সহজ, তেমনি তাদের কার্য্যাবলি ;
যেমন কার্য্য তেমনি নম্র আশা ;
তা'রা যদি চুরী করে, করে নেহা'ৎ পেটের দায়ে,—
করে সেটি অতি সরলভাবে ;
তা'রা যদি মিথ্যা বলে, এমনি ভাবে মিথ্যা বলে—
যে তা শীঘ্রই ধরা পড়ে যাবে।

(৭)

তবে তা'রা শিখ্ছে ক্রমে চুরীর সঙ্গে জুয়োচুরী—
মিথ্যা কথা—জেরায় যাহা টিঁকে ;
উকীল ও মোক্তারের সাধু পরামর্শে ক্রমে ক্রমে
সভ্যতাটা নিচ্ছে তা'রা শি'খে ;
আদালতের চক্রে পড়ে বক্র হয়ে পড়ছে ক্রমে
তা'দের শুদ্ধ, সরল মনের গতি;
সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, হচ্ছে একটু অধিক মাত্রায়
সভ্যতাতে তাদের পরিণতি।

(৮)

হা রে চাষী,—জানিস্ না তুই জলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিস্
কিসের জন্ম হেলায় কি রত্ন এ!
কিন্‌ছিস্ হারামজাদী বুদ্ধি অমূল্য তোর হৃদয় দিয়ে,—
কিন্‌ছিস্ কাচে হীরার বিনিময়ে!
যেমন ঘরের অন্ন দিয়ে আন্‌ছিস্ তুচ্ছ পরের পণ্য;
আসল ফেলে নকল কচ্ছিস্ জাহির;
টেনে আন্‌ছিস্ ঘরের ভিতর বাইরের শনি ক্রমে ক্রমে;
ঘরের লক্ষ্মী করে দিচ্ছিস্ বাহির;
যেমন পেটে নাই খেলেও পিঠে সবই সইতে হবে,
বইতে হবে দুঃখের বোঝা ঘাড়ে;
পেটের শক্তি কমিয়ে এনে বিচার করে' দেখ্‌তে হবে,
এখন কিসে পীঠের শক্তি বাড়ে;
চুলোয় অগ্নি জ্বল্‌তো যেটা, এখন সেত গ্যাছে 'চুলোয়',
চুলোর অগ্নি জলে এখন পেটে;
ঢেকে রাখতে হবে দেহের অবশিষ্ট অস্থি ক'খান
(মাংসাভাবে) গায়ে জামা এঁটে;
ক্রমে ক্রমে কুঁড়েখানি জুড়ে এসে বস্‌ছে দেখ,—
দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মিলে;
গোলা ভরা ধান্ত ছিল—এখন রে তার পরিবর্ত্তে
সম্পদ মাত্র জঠর ভরা পিলে।

জমীদারকে খাজনা দিয়ে, কোম্পানীকে টেক্স দিয়ে,
ক্ষুদ্র আয়ের বাকী থাকে যেটা,—
বিভাগ করে' নিয়ে নেয় তা মোক্তার এবং মহাজনে ;—
থাকেনাক তোমার কোন লেঠা !

(৯)

ওরে চাষী, দেখেরে তোর শীর্ণ দেহে ছিন্ন বস্ত্র
আমার চক্ষু বাষ্পে ভরে' আসে !
ওরে চাষী, সর্ব্বস্ব তোর আদালতের পায়ে দিয়ে,
করিস্ নে তোর নিজের সর্ব্বনাশে !
ওরে চাষী, হারাস্‌নে তোর সবল দেহ, সরল জীবন,
সভ্যতার এই সংঘর্ষণে এসে।
হারাস্‌নে তোর শুদ্ধ হৃদয় বেশী বুদ্ধির ঘোরে পড়ে ;—
ধনে মানে ফতুর হোস্‌নে শেষে।
হারাস্‌নে তোর সুস্থ ক্ষুধা, গাঢ় নিদ্রা, মনের শান্তি,
হারাস্‌নে তোর উচ্চ শুভ্র হাসি।
হারাস্‌নে তোর সদানন্দ পরিতুষ্ট ক্রীড়া, গল্প,
হারাস্‌নে তোর—'কেঠো, মেঠো' বাঁশি।
ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রীতি, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ,
সরল ভক্তি বাপে এবং মা'তে ;
পাস্‌নি যা ঈশ্বরের কাছে—পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে
সম্বন্ধ—তাও গড়ে' নেওয়া হাতে ;

হারাস্‌নে তোর সরল ধর্ম্ম—গঙ্গাস্নানে পুণ্য ভাবা,
পর-দারে মাতা বলে' জানা ;
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বভূতে দয়া-মায়া,
গাইকে 'ভগবতী বলে' মানা।
হেলায় হারাস্‌নেক এ সব,—যাতে তোরে করেছিল
চাষার সেরা ওরে গ্রামবাসী !
—জগৎ খুঁজে এস গিয়ে—এখনো হে 'মিশনারি',
কোথায় পাবে এমনধারা চাষী !

(১০)

হে সভ্যতা ! সর্ব্বনাশটি করেছো ত আমাদিগের,
এসেছি বিকিয়ে ধর্ম্ম হাটে ;
পায়ে ধরি, দূরে থাকো—বেচারীদের টেনে এনে
ফেলোনাক তোমার হাড়িকাটে।
এদের সোজা বিবাদ, তর্ক, সোজা লোকেই বোঝে ভালো ;
—যা'রা তাদের গ্রামের মধ্যে সেরা ;
টেনে এনে ফেলনাক এ মহা আবর্ত্তে তাদের—
উকীলদের এই সর্ব্বনেশে "জেরা"।
একে দুঃখী দরিদ্র সে—তাদের দুঃখের টাকা নিয়ে,
দিওনাক বাক্যজীবীর হাতে ;
একে ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ—একে চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ—
তার উপর আর মেরোনাক ভাতে।

চতুর্দ্দশ চিত্র।

(নেতা।)

(১)

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়লো দেশটা ;
কিছুই বোঝা যাচ্ছেনাক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাট্‌ছে ;
যাদের সময় কাট্‌তোনাক কোন কালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাট্‌ছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে' গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—
চেঁচিয়ে ত সবার গলা ধরে' গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে ;
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধরে'ই সাধ্‌ছে।

(২)

খাটো লম্বা কবিতায় ও উপদেশে
সবাই বোঝায়, সবাই খাসা বুঝছে ;—

সবাই কিন্তু সভা হতে ঘরে এসে,
নিজের নিজের আহার নিদ্রাই খুঁজছে।
নেতারা কেউ হ্যাটে কোটে গায়ে এঁটে,
সাহেবগুলোয় তেজে গালি পাড়ছে;
রেশমি চাদর উড়িয়ে দিয়ে, তেড়ি কেটে,
কেউবা জোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে;
কেউবা হাতের কব্জায় সখের রাখী বেঁধে,
(ব্যয়টা তাতে একটি পয়সা মাত্র)
আর্য্য ভ্রাতার প্রতি বল্‌ছে কেঁদে কেঁদে—
"বটে, তুমি নহ ঘৃণার পাত্র।"
কেউবা বলে "দেশের জন্য—যত চাহ,
ইংরাজদিগে সুখে গালি পাড়বো;
কিন্তু স্বপ্নেও কভু তুমি ভেবোনাও
দেশের জন্য নিজের কিছু ছাড়বো।"
কেউবা খাসা নিজের থলে'ভরে' নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা;
কেউবা খাসা দুপয়সা বেশ করে' নিল
বিদেশীয়ে দিয়ে "দেশী" ছাপ্পা।
কেউবা বলে "শোন সবাই এই বাণী—
রাখবো না আর বিজাতীয় চিহ্ন;
অর্থাৎ কি না হুইস্কি এবং সোডা পানি
ম্যানিলা ও ভিনোলিয়া ভিন্ন।

শুনে সবাই এ ঘোর কঠোর দৃঢ় পণে
বলে "এঁরাই সাধু এঁরাই শ্লাঘ্য।"
এতেও যদি বাঁচেন এঁরা—ভাবে মনে—
সেটা দেশের বিশেষরকম ভাগ্য।

৩

আমি বলি বোসো বোসো, গ্যাছে বোঝা;
ওহে নেতা! ওহে স্বদেশভক্ত!
স্বদেশহিতৈষণা নয়ক এত সোজা,
সেটা একটু ইহার চেয়ে শক্ত।
'মা মা' বলে', চেঁচিয়ে ওঠা বারে বারে,
'ভাই ভাই' বলে' বাঁকা সুরে বায়না;
তাতে তোমার ভাষার খ্যাতি হ'তে পারে;
স্বদেশভক্তির কাছেও ঘেঁষে যায় না।
যেমনি তোমার হাতে একটা সুতা বেঁধে,
হৃদয়ের বিষ হয় না তোমার মিষ্ট,
তেমনি হয় না বাউলসুরে গলা সেধে,
স্বদেশভক্তি কস্মিনকালেও সৃষ্ট।
কার্পেটমোড়া ত্রিতলকক্ষে বসে' থেকে,
'মা মা' বলে' নাকিসুরে কান্না;
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে,
মা সে সৌখীন্ মাতৃভক্তি চান্ না।

—সুসন্তান কেউ দূরে বসে দেখে না সে
মায়ের কেমন ভুবনমোহন কান্তি!
তাহার কেবল মায়ের ব্যথাই মনে আসে,
মায়ের স্নেহধারা অবিশ্রান্তি।
পিকধ্বনি, শীতল ছায়া, 'জ্যোছনা'টি,
তাতে কাহার নাইক অনুরক্তি?
হতে পারে তাতে কাব্য পরিপাটি,
কিন্তু তাতে দেখায়নাক ভক্তি;
বিভোর হয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি নিয়ে,
লম্পটেরও দেখা—নয়ক শক্ত;
তাহার জন্য যে জন সংসার ছেড়ে দিয়ে
কৌপীন নিতে পারে, সেইই ভক্ত।

৪

নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের ক'টি ছাত্র;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে,
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।
খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে নাক,
মরে যদি পরের ছেলেই মর্ব্বে;
নিজের সিন্দুক বন্ধ করে' বসে' থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি কর্ব্বে?)

নামটি নিজের জাহির করে দিয়েছো ত,
পেয়েছো যা ধর নিজের মস্তে;
তুমি তাদের করতালি নিয়েছো ত,
আশীষ তাদের দিয়ে যাও দুহস্তে।
—প্রবেশ কর্ব্বে সংসারে সে পরে যবে,
শাপ্‌বে তোমায় সে যৎপরোনাস্তি;
পাপের শাস্তি থাকে, তোমায় পেতে হবে,
ইহার জন্য পেতেই হবে শাস্তি।

৫

হারে মূঢ়—ইংরাজদিগে গালি দিয়ে
দেশের প্রতি দেখায়নাক ভক্তি;
দেশভক্তি নয়ক ছেলেখেলাটি এ,
সেখানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।
দেশের জন্য দুঃখ নিতে হবে চেয়ে,
দেশের জন্য দিতে হবে রক্ত;
সেটা হয় না টানাপাখার হাওয়া খেয়ে,
সেটা একটু বিশেষ রকম শক্ত।
পারো যদি—এসোরে ভাই—লাগো তবে,
ধর ব্রত, অঙ্গে মাখো ভস্ম;
দেশের জন্য গ্রামে গ্রামে ফির সবে,
ভায়ের সেবায় দাওরে সর্ব্বস্ব।

মায়ের সেবা কর্ত্তে সত্য চাহ যদি,
ভায়ের সেবায় নিবেশ কর চিত্ত ;
নিজের ভাব্‌না ছেড়ে, কর নিরবধি
ভায়ের ভাব্‌না তোমার ভাব্‌না নিত্য।
টিয়ার মত দাঁড়ে বসে' ছোলা খেয়ে,
রাধাকৃষ্ণ বল্লেই হয় না ধর্ম্ম ;
পরের জন্য ভাব্‌তে হবে জগতে এ,
পরের জন্য কর্ত্তে হবে কর্ম্ম।
চাদর উড়িয়ে, মাথায় বাঁকা সিঁথী কেটে,
তক্তার উপর হয়ে উচ্চ ব্যক্তি,
'মা মা' শব্দে আকাশ যায়ও যদি ফেটে,
—দেখানো তায় হয় না মাতৃভক্তি।
ফিটন চড়ে' টাউনহলে নেমে এসে,
গেয়ে গান—সেও একটু বেশী মাত্রায়—
স্বদেশহিতৈষণাটাকে পরিশেষে
করে' তুল্লে ভুলোর দলের যাত্রায় !

৬

নামের কাঙাল হায়রে! দ্বারে দ্বারে ঘুরি'
বেড়াচ্ছিলে—ভালো!—ওহে মিত্র!
পরিশেষে নামের জন্য জুয়াচুরী!
মায়ের নামটাও কচ্ছ অপবিত্র !!!

পঞ্চদশ চিত্র।

(ভক্ত।)

১

তুমি কর নাইক বক্তৃতা, কি সভায়
পড় নাইক কোন প্রবন্ধ;
শিশুগুলোয় নিয়ে মস্তক ভক্ষণ করে'
কর নাইক তাদের কবন্ধ;
তুমি চায়ের সঙ্গে মিষ্ট ছন্দোবন্দে,
স্বদেশহিতৈষিতা চাকো নি;
তুমি সভায় উঠে ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ সুরে
উচ্চে মা মা বলে' ডাকো নি;
নির্জ্জনে, নীরবে, নিভৃতে, নিতান্ত
গাঁওয়ারী জাপানী ধরণে,
আজন্ম অর্জ্জিত ধনরাশি তোমার
দিয়াছ জননী চরণে।

২

নাইক তা'তে ছন্দ, অনুপ্রাসের গন্ধ,
তোমার এ কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে;
নাইক তা'তে হয় ত মা মা বুলি বেশী,
ভাই ভাই শব্দ প্রতি পৃষ্ঠাতে;

—কিন্তু কবিবর আজ বিনা অনুপ্রাসে,
বিনা ছন্দের কোন দায়িত্বে ;
যে কাব্য করেছ রচনা, নাহি তা
সমগ্র এ বঙ্গ সাহিত্যে।

৩

এতদিন ত কেবল শুনেই আস্‌ছি বাবা !
—বধির প্রায় করেছে শ্রবণে—
উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর্য্যে, আর্য্য জাতি
গালি দিচ্ছে যত যবনে ;
শুনেই আস্‌ছি শুদ্ধ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,—
গর্ভাধানের, টিকি মাহাত্ম্যর ;
শুনেই আস্‌ছি "আমরা ছিলাম ভারি বড়
সন হুশ সত্তর কি বায়াত্তর" ;
দেখলাম না ত কিছু—দেখবার মধ্যে দেখি
হুঁকো, হুইস্কি এবং নর্ত্তকী ;
অভিধান কি পুরাণ খুলে দেখ্‌তে হচ্ছে
এই যে আর্য্য শব্দের অর্থ কি।
দেশের জন্য ভাবা, মায়ের জন্য কাঁদা,
ভায়ের জন্য দেওয়া—একালে,
এই বঙ্গদেশে, আজো যে সম্ভব, তা
হে মহাত্মা—তুমি শেখালে।

৪

ওরে মূঢ়! ওরে প্রতারিত!—তোরা
এটার পানে নাহি চেয়ে যাস্;
এটায় ঠেলে ফেলে ছড়োছড়ি করে'
বক্তৃতাটি শুন্তে ধেয়ে যাস্;
ওরে মূর্খ!—জানিস্ মা মা বলে' সখের
অশ্রু ফেলা বেশী শক্ত নয়;
যে জন চেঁচায় বেশী "দীনবন্ধু" বলে'
সে জন সত্যই বেশী ভক্ত নয়;
যে জন কার্য্য করে, নিস্তব্ধে, নিভৃতে,
নির্জ্জনে, জননীর জন্য—সেই
যোগ্য সুসন্তান, সেই মায়ের প্রিয়পুত্র,
সেই সে জগন্মান্য, ধন্য সেই।

৫

—অদ্য অন্ধকারে পূর্ব্বদিকে ও কি
মেঘের পার্শ্বে জ্যোতির রেখা গো;
অদ্য এ সুগভীর নৈরাশ্যে দুর্দ্দিনে,
আশার মত যায় কি দেখা গো;
যদি নয় সে উষা, যদি সে আলেয়া,
মুহূর্ত্তে যাবে সে মিশায়ে;
তবে জেনো ধ্রুব, কখনো প্রভাত
হবে নাক অমানিশা এ।

৬

ব্যঙ্গ-কবি আমি?—ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু—সকলে?
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ—নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনী;
তাই বলে' আমিত অন্ধ না;
যেখানে দেবতা, ভক্তি-পুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।
—যাও এ ছন্দ তবে—পড় মহত্ত্বের
চরণারবিন্দে জড়ায়ে;
পরে ঊর্দ্ধে উঠ—ঊর্দ্ধে উঠে পড়
সমগ্র এ বঙ্গে ছড়ায়ে।

ষোড়শ চিত্র।

(রাজা।)

১

তোমার টাকা আছে?—আছে না হয় টাকা,
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি নাক;
যে চায়, মাথা নীচু করুক তোমার কাছে,
মাথা নীচু কর্ত্তে আমি যাচ্ছি নাক।
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো?
তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব্ব?
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্ত্তে যাবো?

২

খাচ্ছ পোলাও তুমি? খাও না; পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়েনিক ক্ষুধা;
পোলাও তোমার কাছে নয়ক তেমন স্বাদু,
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি 'দুগ্ধফেননিভ'
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে;
ছেঁড়া মাদুর পেতে আমি ঘুমাই যদি;
—তোমার নিদ্রা নয়ক গভীর আমার চেয়ে

জুড়ি হাঁকাও তুমি, আমি যাচ্ছি হেঁটে,
আমার পানে তাইতে চেয়োনাক নীচু;
ত্রিতল হর্ম্ম্য তোমার মার্ব্বল মোড়া যদি,
আমার কুঁড়ের চেয়ে ধন্য নয় সে কিছু।
তোমায় পঙ্গুর মত যাচ্ছে টেনে নিয়ে,
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে;
তোমার প্রাসাদ ভবন সে ত পরের দেওয়া,
আমার কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে।
তোমার হস্ত দুখান প্রজার রক্তে মাখা,
তোমার শরীর সেও পুষ্ট পরের খেয়ে;
তোমার মাথা—যদি মাথা বল তাকে—
নয়ক বেশী কিছু পশুর মাথার চেয়ে।
কিসের তবে দর্প? কিসের তবে গর্ব্ব?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো?
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কিসে খর্ব্ব,
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্ত্তে যাবো!

ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও ভাই তাঁতি!
পড়িস্ নাক নুয়ে; জানিস্ এ সব ফাঁকি;
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
কর্ব্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি?

সারিবদ্ধ হয়ে, একবার মাথা তুলে,
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে ;—
দেখবি এই যে দন্ত, দেখাবি এই যে দর্প,
দেখ্‌বি এই যে স্পর্দ্ধা,—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সাম্‌নে কেন মাথা নুয়ে যাবি ?
সমস্বরে বল্‌ "এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশী নাইক দাবী।"

৪

হারে মূর্খ, তোরা কাহার দাস্ত করিস ?
তোদেরই যে ভৃত্য তোদেরই সে প্রভু ?
তোরাই যদি তা' না নিতিস, মাথায় করে,'
এই যে স্পর্দ্ধা—তা'রা সাহস কর্ত্ত কভু ?
নাইক বিচার বলে' ভূমে পড়িস্‌ লু'টে,
ধিক্কার দিস্‌ যে ভাগ্যে এ অভিসম্পাতে ;
জানিস্‌ নাকি অন্ধ! ওরে হতভাগ্য—
তোদের ভাগ্য সে যে তোদের নিজের হাতে।

৫

"হা'রে কলি" বলে' মাথায় হস্ত রেখে,
ভূমিতলে পড়ে' গড়াস নিরবধি ;

টেনে আন্তে পারিস্ আবার সত্যযুগে,
কলিকালে—তোরাই মনে করিস যদি।
তবে জানু পেতে একবার সমস্বরে,
ডাক্‌রে ভগবানে হয়ে বদ্ধসারি—
বলরে "প্রভু প্রাণে সেই শক্তি দাও, এ
বিশ্বে আবার যাতে মাথা তুলতে পারি।"

সপ্তদশ চিত্র।

(কবি।)

১

মহাবিশ্ব অনুকম্পায়
 ক্ষুব্ধ হয় নি যাহার প্রাণ;
গাইতে হয় না রুদ্ধকণ্ঠ;
 তাহার মিথ্যা গাওয়াই গান।
হোক্ না সুন্দর স্বরের ভঙ্গী,
 হোক্ না সুন্দর তান ও লয়;
গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার,
 তাহার সেই গান—গানই নয়।

২

সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণ,
 ওষ্ঠ অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা গণ্ডের প্রকার মাত্র;—
 সে ত শুদ্ধই অস্থি মেদ;
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি;
 সুখের সেব্য, প্রেমের নয়;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি,
 সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।

৩

কাব্য নয়ক ছন্দোবদ্ধ,
    মিষ্ট-শব্দের কথার হার ;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার,
    তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত,
    ঝঙ্কারিত, কবির প্রাণ ;
উৎসারিত মহা প্রীতি ;—
    তাহাই কাব্য, তাহাই গান।

৪

নিদাঘ সন্ধ্যার মহান দৃশ্য
    যাহার পক্ষে বর্ণসার,
কবিই নয় সে—তাহার আত্মা
    শুষ্ক পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই, যে সে সৌন্দর্য্যে
    দেখে একটা মহা প্রাণ ;
কবি সেই, যে দেখে বিশ্ব
    গভীর অর্থে কম্পমান্।

অষ্টাদশ চিত্র।

(বিপত্নীক ২।)

১

জান্তাম নাক চিন্তাম নাক তোমায় আমি, প্রিয়তমে,
যোল বছর আগে ;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক্-গতি, এ সংসারের
ছিল পৃথক্ ভাগে !
তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ নিয়ে আমি,
ছিলাম ত সে একা ;
এক রকম ত যাচ্ছিল সে জীবন, নিরুৎসবে কেটে ;
—কেন হোল দেখা।

২

নিশায় প্রসারিত ঊর্দ্ধে অসীম সুনীল নভস্থলের
মানচিত্রে, একা,
পড়তেছিলাম গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর—
লীলাময়ী লেখা ;
হঠাৎ তুমি পূর্ব্বাঙ্গনে উদয় হলে, শরচ্চন্দ্র,
শান্ত গরিমায় ;
ছেয়ে গেল আকাশ ভুবন, মগ্ন মুগ্ধ পরিপূর্ণ
সে শুভ্র জ্যোৎস্নায়।

৩

এসেছিলে সে দিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে—
সুখ স্বপ্ন আসে ;
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ,
বসন্ত বাতাসে ;
শুষ্ক তপ্ত নদীতটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত
ঢেউয়ের মত এসে,
স্মৃতি হতে হারা একটি অজানা রাগিণীর মত
কোথা গেলে ভেসে।

৪

দিয়ে গেলে রেখে গেলে তুইটি শিশু—তুইটি মাত্র
উত্তরাধিকারে ;
আগে উদাস করে', পরে তাদের দিয়ে জড়িয়ে রেখে,
গেলে এ সংসারে।
কভু যদি অসীম রাজ্যে তোমারে খুঁজিতে গিয়া
চাহি উর্দ্ধপানে ;
এরা তুজন তুইটি দিকে আমার তুইটি হস্ত ধরে'
ধূলায় টেনে আনে।

৫

কভু ভাবি তোমার আমার মধ্যে কি শেষ বোঝা পড়া
হয়ে গেছে—ভবে ;

কিম্বা অন্য কোন জন্মে, কি অন্য সৌর জগতে,
আবার দেখা হবে।
কভু ভাবি, বিশ্বে প্রথম তোমায় যে দিন দেখেছিলাম
প্রথম দেখা সে কি।
কিম্বা পূর্ব্বে আমাদিগের জন্মান্তরে হয়েছিল
কোথাও দেখা দেখি।

৬

এই ত ছিল দেবীমূর্ত্তি; আলাপ, বিলাপ, হাস্য, রোদন,
কর্চ্ছিল ত কাছে;
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি! দাবী কর্চ্ছি—
বল কোথায় আছে?
এই সে ছিল, গেল' কোথায়? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ?
আমি পার্ল্লাম না ক; তবে তুমি করে' দেও হে প্রভু
এ রহস্য ভেদ।

৭

—হারে মূর্খ! কাহার কাছে কিসের জন্য দাবী কর্চ্ছিস্?
জানিস না কি, ভবে,
যা হবার তা হবেই হবে; মাথা খুঁড়ে মরিস্ যদি—
যা হবার তা হবে।
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস?—বিচার কর্ত্তা বহুৎ দূরে,
আর্জ্জি বড়ই ক্ষুদ্র;

তোর আর বিচার কর্ত্তার মধ্যে, পড়ে' আছে উত্তাল এক
প্রকাণ্ড সমুদ্র।
আজ পর্য্যন্ত শুনিনিক—শুনে কারো আর্ত্তধ্বনি
ফিরেছে প্রবাহ;
বাত্যা থেমে গেছে; গেছে সমুদ্র শুকায়ে; অগ্নি
করে নাইক দাহ;
উঠে মাত্র আর্ত্তধ্বনি, মিশে যেতে সমীরণে,
ক্ষুব্ধ মূর্চ্ছনায়;—
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, এ মহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহে—
কাহার আসে যায়।

৮

প্রিয়তমে! আজি তুমি জানিনাক কোথায় গেছ;
কোথায় আছ আর;
—কোন শাস্ত্রের কোন ধর্ম্মের সাধ্য নাইক দিতে পারে
তাহার সমাচার—
যেথা থাক, (থাক যদি,) আশা করি আছো সুখে,
আশা করি তবে,—
তোমার জগৎ—যাহাই হোক না—আমাদের এ জগৎ চেয়ে
কিছু ভাল হবে।

উনবিংশ চিত্র।

(সত্যযুগ।)

নির্ম্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি; শুয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে হাতে মাথা রাখি ;—
বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে; জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী !
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কি মহৎ উদ্দেশে ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে ঘুরে?
কোথায় সীমা পরিব্যাপ্তির? কি স্বচ্ছ কি স্তব্ধ আকাশ, কি গাঢ় !
কি কালো !
আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের কতখানি অন্ধকার?—আর কতখানি আলো?

২

প্রত্যেক নক্ষত্রটি শুনি একটি একটি সৌরজগৎ—জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে—
আবার শুনি ধীরে ধীরে মহা শূন্য দিয়া, প্রতি সৌরজগৎ চলে !
তা'রাও তবে ভ্রমে বুঝি বেরি' মহত্তর জ্যোতি, আরো দূর দেশে;
—যাহা অনুমেয় মাত্র; যাহার রশ্মি পৌঁছে নাইক পৃথিবীতে এসে;
আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে, মহাশূন্য মাঝে—
আরো নীহারিকা আছে, আরো ধূমকেতু আছে, আরো জ্যোতি আছে !
তবে জ্যোতির সংখ্যা নাই কি? অন্ধকারের সীমা নাই কি? শূন্যের
নাই কি শেষ?
তবে এই যে তোমার সৃষ্টি—ইহার আদি, ইহার অন্ত, কোথায় পরমেশ?

৩

শুনি, পূর্ব্বে ব্যাপ্তি ছিল জড়ীভূত একীভূত জ্যোতিঃ শূন্যাশ্রয়ে;
ক্রমে ক্ষিপ্ত হোল জ্যোতি—সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, ধীরে ক্রমান্বয়ে;
একটি সূর্য্য নিভে যাচ্ছে অন্ধকারের একটি প্রান্তে, শক্তি হ'লে ব্যয়;
অপর প্রান্তে নূতন জ্যোতি—নূতন সূর্য্যে নূতন গ্রহে, কেন্দ্রীভূত হয়।

৪

কি আশ্চর্য্য! কি সম্পূর্ণ! কি সুন্দর এ বিশ্ব বিকাশ হচ্ছে অহরহ!
ব্যাপ্তি হ'তে নীহারিকা, নীহারিকা হ'তে সূর্য্য, সূর্য্য হ'তে গ্রহ;
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহা বিনাশ; সৃষ্টি হ'তে লয়;
কি তালে কি মহা ছন্দে চলেছে এ মহা নিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

৫

ভাবি সে কি মহা জ্বালা—"শূন্য" পাত্রের অন্ধকারে ঊর্দ্ধে অধঃ হ'তে—
ফুটে উঠ্‌ছে জ্যোতির্বিম্বে, বিশ্ব ফেটে পড়লে শেষে, কোথায় যাচ্ছে উড়ে?
সে শক্তিমণ্ডলী কোথায়?—যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে,
বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষ্যায়, কোটি এ জ্যোতিষ্ক চক্রে, মহা আবর্ত্তনে!

৬

এ দিকে এ জড়শক্তি হ'তে বিশ্বে জীবন উদয়; জীবন হ'তে ক্রমে
অনুভূতি; অনুভূতি হ'তে বুদ্ধি—বহুযুগে, বহু পরিশ্রমে;
জীবপঙ্ক হ'তে কীটে, তাহা হ'তে সরীসৃপে, তাহা হ'তে পরে
পতঙ্গে, পতঙ্গ হ'তে স্তনী জীবে, স্তনী প্রাণী পরিশেষে নরে।

৭

এই কি তবে অন্তিম বিকাশ? এই কি জীবের চরম গতি?
নাই কি কিছু পরে?
ইহার পরে নাই কি জীবের মহৎ হ'তে পরিণতি আরো মহত্তরে?
আবার আস্‌বে জীবন ঘুরে—যেমন মূলে হতে কাণ্ড, শাখ পত্র, ফুল,
ফুলের পরিণতি ফলে, তাহা হতে সমুদ্ভূত আবার বৃক্ষমূল?

৮

কি আশ্চর্য্য নরজন্ম!—প্রথমত মাংসপিণ্ড রুদ্ধ গর্ভ মাঝে;
নাইক তাহার বিশেষ তফাৎ আদিম জীব পঙ্ক হ'তে (স্পন্দন মাত্র আছে)।
ক্রমে ক্রমে মাংসপিণ্ড ধরে আকার মনুষ্যেরই—মায়ামন্ত্র একি?
ভূমিষ্ঠ সে হ'বার সময়, তথাপি মর্কটের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখি।
আছে মাত্র ক্ষুধা তাহার, ক্ষুধা পে'লে কাঁদে সেটা, তৃপ্ত হ'লে হাসে;
বাড়ে শিশু—পরে তাহার মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে কোথা হ'তে আসে?
আত্মচিন্তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত পর-চিন্তায়,—বুদ্ধি ও বিবেকে;
পরিণত মাংসপিণ্ড বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যে ক্রমে কোথা থেকে?
বাহুবলে ক্ষুদ্র হ'লেও বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী—সে এই বিশ্বতলে;
মূক ও অন্ধ পঞ্চভূতে বেঁধে ভৃত্যসম খাটায়, নিজ বুদ্ধি বলে!
তীর্ণ করে মহাসিন্ধু, দীর্ণ করে মহীধরে, ভিন্ন করে বায়ু,
নির্ণয় করে নক্ষত্রদের দূরত্ব ও গ্রহের গতি, সূর্য্যের পরমায়ু;
পরিশেষে!—বোলো না আর, দেখায়োনা দেখায়োনা অন্তিমে কি হবে;
ফেলে দাও এ যবনিকা—উজ্জ্বল রঙিন রঙ্গ মঞ্চ আলোকিত যবে;

উচ্চ হর্ষ ধ্বনি-মধ্যে, বিজয় দুন্দুভি-মধ্যে, প্রেমসম্মিলনে,
ফেলে দাও এ যবনিকা ; নিয়ে যাই এ সুখের স্মৃতি গৃহে হৃষ্ট মনে।

৯

কিন্তু না না বল্‌তে হবে সত্য কথা—পূর্ণ সত্য, যেমনি সে হোক্‌—
সে দিনের সে কথা, যেদিন চোলে যাবে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, ছেড়ে ইহলোক।
মৃত্যু যম কৃষ্ণ বেশে দাঁড়াবে এ মহা স্পর্দ্ধা অবরুদ্ধ করে',—
বলবে—"দাঁড়াও, চলে এসো, এখন আমার সঙ্গে"—কোথা ?
জাস্তে পার্ব্বে পরে।"

এত বুদ্ধি, চেষ্টা করে' এত রকম বিদ্যা শেখা, এত চিন্তা করা,
এত স্নেহ, এত সহা, প্রিয়জনের জন্য এত স্বার্থত্যাগে ভরা,
এত ইচ্ছা, সুখের এত আগ্রহ ও আয়োজন সব,—এসে বল্‌বে যম,
নিষ্ঠুর রূঢ় শুষ্ক ভাষায় "হারে মূঢ় এ সব তোমার বৃথা পণ্ডশ্রম।"

১০

সমাজের সভ্যতার ধর্ম্মের—সবারই সেই একই নিয়ম এ পৃথিবীময়—
জড়ে হতে বিশেষে বা রাশি হতে পৃথকে তার পরিণতি হয়।
পরিশেষে বর্ব্বরতা-উচ্ছেদ-অধর্ম্ম-স্পর্শে তাহা ভেঙ্গে পড়ে ;
যাহা মানুষ কত পুরুষ কত শত শতাব্দীতে, এত যত্নে গড়ে।

১১

যদি প্রলয়, যদি মৃত্যু, যদি বিনাশ প্রতি বস্তুর অবশ্যই হবে ;
এ সৃষ্টি এ জন্ম, এত পরিশ্রমে বিশ্ব জুড়ে নিত্য কেন তবে ?
কেন এত বিজ্ঞান, দর্শন, মানুষ যত্নে তৈরী কর্চ্ছে এত ক্লেশে, তবে,
পৃথিবীর প্রলয়ের সঙ্গে সেই সব মহা আবিষ্কৃতি যদি লুপ্ত হবে ?

এমন সুন্দর! এমন মহান; এখন বিশ্বব্যাপী বিকাশ—এ কি মহা ভ্রম?
এ ব্রহ্মাণ্ড খেলামাত্র? শিশুর ধূলির প্রাসাদ গড়া? শুধু পণ্ডশ্রম?
এই যে মহাসৃষ্টি—একি শূন্যে উড্ডীন পরমাণুর উদ্‌ভ্রান্ত সম্পাত?
এ আশ্চর্য্য বিশ্বনিয়ম এ আশ্চর্য্য বুদ্ধি বিকাশ—একি অকস্মাৎ?
এই যে আকাশ ব্যেপে এই যে মহাছন্দে মহানৃত্য, গীতি সুগম্ভীর?
এ কি ভাব-শূন্য প্রলাপ? এ কি মদোন্মত্ত হাস্য ব্রহ্মাণ্ড পতির?

১২

না না আছে ইহার অর্থ, আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কাছে কাছে কাছে;
বুঝতে পাচ্ছিনাক, কিন্তু এটা বুঝতে পাচ্ছি যে তার অর্থ কিছু আছে।
সঙ্কীর্ণ মনুষ্য বুদ্ধি; অসীম এ ব্রহ্মাণ্ড; আমরা বুজবো তা কি ঠিক?
আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি হেথায় সে মহা স্ফটিকের মাত্র একটি ক্ষুদ্র দিক্।
না না সৃষ্টির আছেই আছে কোন গুপ্ত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য মহৎ;
আছে প্রাণীর নরের বিশ্বের—একটা উচ্চতর কিছু শ্রেয়ঃ ভবিষ্যৎ!

১৩

আমি দেখছি যেন দূরে, দুরন্তে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান;—
যেখানে সৌন্দর্য্য উৎস উঠ্‌ছে, ও ঝাঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
গড়্‌ছি মনে মনে একটি উজ্জল সুন্দর ভবিষ্যতে বসে' আমরা কবি;
(যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি—)
সেখানে এই পৃথিবীর এ দুঃখজ্বালা বিবাদ বিরাগ র'বে না এ ভাবে;
যেখানে এই বর্ত্তমানের অভাব, ত্রুটি, অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে;
বন্ধুর হবে মসৃণ; ও ঢেকে যাবে গিরিগুহা আলোকিত হ্রদে;
কর্কশ যাহা—হবে মধুর; শূন্য হবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য সম্পদে;

যেখানে অদৃশ্য হবে দৃশ্যমান ; অশ্রুত যাহা—হবে পরিশ্রুত ;
যেখানে অব্যক্ত হবে ব্যক্ত ; ও অননুভূত হবে অনুভূত ;
চিন্তা হবে বর্ণময়ী ; বৃত্তি হবে মূর্ত্তিময়ী ; লীলাময়ী এত ;
অবোধ্য যা বোধ্য হবে ; অস্পষ্ট যা স্পষ্ট হবে ; অজ্ঞাত যা জ্ঞাত ;
দূরস্থ অতীত হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী ; কার্য্য সুমধুর ;
আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ,
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে'গগনে গগনে ব্যাপ্ত—মহা ভবিষ্যৎ।

সম্পূর্ণ।